মীরাবাঈ

শ্রীঅনাথনাথ বসু

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৮৩সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা ৯

দু টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

সূচী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

"মীরাবাঈ"-এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় ১৩৩০ সনে; অল্পদিনের মধ্যেই সে সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়। যখন এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় তখন আশা ছিল মীরাবাঈ-এর পদাবলী হইতে সংকলন করিয়া বিভিন্ন খণ্ডে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করিব। নানা কারণে সে ইচ্ছা অসম্পূর্ণই থাকিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি মীরাবাঈ সম্বন্ধে ঔৎসুক্য দেখিতে পাইতেছি এবং অনেকে আমার গ্রন্থের সন্ধানও করিয়াছেন। হয়তো এই অসম্পূর্ণ সংকলন তাঁহাদের এই ঔৎসুক্য কিছু পরিমাণে নিবৃত্ত করিবে এবং কেহ কেহ হয়তো ইহার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মীরাবাঈ-এর সমগ্র রচনাবলী পাঠ ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, এই আশাতেই এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতেছি। আশা করি ইহা সুধিগণের নিকট আদর লাভ করিবে।

এই সংস্করণে পূর্ববর্তী সংস্করণের সংক্ষিপ্ত জীবনীর পরিবর্তে অধুনালুপ্ত মাসিকপত্র 'নব্যভারতে' প্রকাশিত আমার লেখা "মীরাবাঈ" শীর্ষক প্রবন্ধটি সন্নিবিষ্ট হইল। তাহা ছাড়া প্রথম সংস্করণে ৪৬টি পদ ছিল, বর্তমান সংস্করণে ৫০টি পদ দেওয়া হইল। বর্তমান সংস্করণে অনুবাদের স্থানে স্থানেও কিছু পরিবর্তন করিয়া দিয়াছি।

যাঁহারা একদা মীরাবাঈ-এর রচনাবলীর সহিত পরিচয় লাভের সুযোগ দিয়াছিলেন ও নানাভাবে আমাকে উৎসাহিত করিয়া অনুগৃহীত করিয়াছিলেন আজ কৃতজ্ঞচিত্তে

তাঁহাদের সকলকে স্মরণ করিতেছি। তাঁহাদের মধ্যে জয়পুরনিবাসী অধুনা স্বর্গগত পুরোহিত হরিনারায়ণজীর নিকট আমি বিশেষভাবে ঋণী; তিনি তাঁহার অমূল্য গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুঁথি হইতে পদ সংগ্রহ করিয়া দিয়া ও অন্যান্য নানাভাবে সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজপুতনা ভ্রমণকালে যোধপুর-নিবাসী জগদীশ সিংহ গেহ্‌লোট ও কয়েকজন বিস্মৃতনামা সাধুসন্ত আমাকে পুঁথি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন; মীরাবাঈ মেড়তার যে রাঠোর-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া সে কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন সেই কুলে জাত রূপাহেলীর ঠাকুর সাহেব চতুরসিংহজীও তাঁহার গৃহে অতিথিরূপে অবস্থান-কালে নানারূপ সংবাদ ও মীরার পদাবলী সংগ্রহ করিয়া দিয়া উপকৃত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সকলকেই আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহাদের হস্তে আমার এই গ্রন্থ গিয়া পৌঁছাইবে কি না জানি না; যদি কোনদিন পৌঁছায় তাহা হইলে ইহাকেই তাঁহারা আমার ঋণশোধের সামান্য চেষ্টারূপে গ্রহণ করিলে আমি কৃতার্থবোধ করিব।

শ্রদ্ধেয় অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ের চেষ্টায় ও উৎসাহে প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করা সম্ভবপর হইয়াছিল; এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রণয়নেও আমি তাঁহার নিকট নানাভাবে ঋণী। আমার বন্ধু পণ্ডিত উমাপতি ত্রিবেদীজী আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন; এই সুযোগে তাঁহার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

কলিকাতা

৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫ — শ্রীঅনাথনাথ বসু

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

মীরাবাঈ-এর রচনাবলীর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইল। ভক্তিমতী মীরার নাম ভারতের সর্বত্রই বিদিত, কিন্তু তাঁহার মধুর রচনাবলীর সহিত পরিচয় আমাদের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই আছে। তাঁহার কয়েকটি গানের সহিত আমার প্রথম পরিচয় পাঁচ বৎসর পূর্বে; পরে ধীরে ধীরে সে পরিচয় বিস্তৃত করিবার চেষ্টা করিয়াছি ও করিতেছি।

মধ্যযুগের যে পবিত্র ভক্তিধারা ভারতভূমিকে সিঞ্চিত করিয়াছিল, বাঙালী পাঠকগণের সহিত তাহারই একটির অল্প পরিচয় করিয়া দিবার জন্য মীরার কয়েকটি পদ সংকলিত করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে নিবেদন করিতেছি। ধীরে ধীরে অন্যান্য খণ্ডে তাঁহার রচনাবলী হইতে সংকলন প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে। শেষখণ্ডে মীরাবাঈ-এর বিস্তৃত জীবনী, রচনাপ্রবেশিকা ও কাব্যসমালোচনা প্রদত্ত হইবে। এখানে শুধু একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদত্ত হইল। তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ আছে; তাহার মধ্যে যেটি সর্বাপেক্ষা যুক্তিপূর্ণ বোধ হইয়াছে তাহাই এখানে দিয়াছি।

প্রাচীনকালের বিখ্যাত রচনাবলীর যে দুর্দশা পরবর্তী সাধকভক্তগণের মধ্যে হইয়াছে, মীরার রচনাও সে দুর্দশার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করে নাই। তাঁহার রচনায় প্রক্ষিপ্তাংশ অনেকই আছে; তাহার মধ্যে কোন্‌গুলি সত্যই মীরার রচনা তাহা নির্ণয় করা কঠিন। তাহা ছাড়া পরবর্তী ভক্ত ও গায়কগণের মুখে মুখে অনেক স্থলে পুরাতন পদের পরিবর্তে কোথাও নূতন পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কোথাও

বা নূতন শব্দ যোজনা হইয়াছে। মহৎকে নিজের গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া ফেলিবার সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণ চেষ্টার লাঞ্ছনাও অনেক বিখ্যাত প্রাচীন ভক্তগণের বাণীকে সহিতে হইয়াছে। এই কারণে মীরার পদের অনেকগুলি সাম্প্রদায়িকতার পরিপোষক বলিয়া মনে হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে এক-একটি অবিকৃত এমন পদ পাওয়া যায় যাহার মধ্যে মীরার হৃদয়ের বিরাট সার্বজনীন প্রেমের পরিচয় পাই।

আমি পদগুলি যে ভাবে পাইয়াছি সেই ভাবেই রাখিয়াছি; বিভিন্ন পাঠের মধ্যে যেটা সঙ্গত মনে হইয়াছে সেইটাই গ্রহণ করিয়াছি। সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্রত্বের বন্ধনে যাঁহারা বাঁধা পড়েন নাই, তাঁহাদের আপাতপ্রতীয়মান সাম্প্রদায়িকতার মধ্যেও বিশ্বের হৃদয়ের সুর ধ্বনিত হয় মনে করিয়াই সে রকম পদগুলিকেও এখানে স্থান দিয়াছি।

মীরাবাঈ-এর পদগুলির ভাষা মূলতঃ রাজস্থানী হিন্দী; তাহাতে ব্রজভাষা, মাড়বাড়ী ও গুজরাতী শব্দও অনেক পাওয়া যায়। মীরার নামে প্রচলিত কতকগুলি প্রাচীন গুজরাতী পদও আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর হিন্দী বর্তমান হিন্দী হইতে কিছু বিভিন্ন, সুতরাং কষ্টবোধ্য; প্রাচীন ও বর্তমান ভাষার উচ্চারণ, পদযোজনা এবং শব্দার্থের অনেক পার্থক্য ঘটিয়াছে; কিন্তু তাহার লালিত্য বর্তমান হিন্দী অপেক্ষা অনেক বেশি। অনুবাদটি যথাসম্ভব শব্দগত করিতে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু যেখানে যথাযথ অনুবাদে অর্থ দুর্বোধ্য ও ভাষা কঠোর হইয়া পড়ে সেখানে ভাবানুবাদ করিয়াছি।

মীরাবাঈ-এর পদগুলির বিশেষ সংগ্রহ কোথাও হয় নাই। এখনও গুজরাতে নারীগণের, রাজপুতনার চারণগণের ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধক ভক্তগণের মুখে মুখে অনেক পদ রহিয়াছে। সেগুলি সংগ্রহ

করা সহজ নহে। পশ্চিম-ভারতের নানা স্থানে, বিশেষতঃ রাজপুতনায় ও গুজরাতে, নানা স্থানের পুঁথির মধ্যেও তাঁহার গানের সংগ্রহ আছে।

বর্তমান পদাবলী সংকলনে যে সকল গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছি পরিশিষ্টে তাহার একটি তালিকা দিলাম।

* * * *

* * * *

ভূমিকা শেষ করিবার পূর্বে যে সকল গ্রন্থকর্তার গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাইয়াছি তাঁহাদের সকলেরই নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। যোধপুরবাসী অধুনা স্বর্গগত মুন্সী দেবীপ্রসাদ ও শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় আমাকে নানা-ভাবে সাহায্য করিয়া ও উৎসাহ দিয়া বাধিত করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ সরকার, শ্রীযুক্ত নীরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী, শ্রীযুক্ত জ্যোতিষচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল প্রভৃতির নিকটেও আমি নানাভাবে ঋণী। তাঁহাদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বিদ্যামন্দির, হুগলী
মাঘ ১৩৩০

শ্রীঅনাথনাথ বসু

জীবনকথা

ভারতবর্ষে ধর্ম ও ভাষা-সাহিত্যের মধ্যে একটা গভীর যোগ আছে। জগতের এই দেশেই বোধ করি খুব বেশি ধর্মকে ঘিরিয়া তাহারই ধারায়, তাহারই সুরে সুর মিলাইয়া সাহিত্য রচিত হইয়াছে। ভারতের প্রাচীন সাহিত্য 'art for art's sake' নীতি অবলম্বন করে নাই, চিরদিন একটি বিরাট আদর্শ ভারতের এই কাব্য-সাহিত্যকে গড়িয়া আসিয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা বা কুমারসম্ভব যদিও রস ও সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়াছে কিন্তু তাহার অন্তরের প্রচ্ছন্ন আদর্শটির প্রতিষ্ঠা মুখ্যতঃ ধর্মেরই উপর এবং তাহা আমাদের চক্ষে সহজেই ধরা পড়ে; তাহা ধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন নহে।

ভাষা-সাহিত্যের দিক দিয়া দেখিতে গেলে মধ্যযুগের সৃষ্টিতেও ধর্ম এবং সাহিত্যের এই যোগটি আমরা দেখিতে পাই। বাঙলাদেশের শূন্যপুরাণ, মনসামঙ্গল, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির কবিতা হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম-ভারতে কবীরের দোঁহা, সুরদাস ও তুলসীদাসের কবিতা—সকলগুলির প্রাণই ধর্ম। শুধু ছন্দ বা সুর লইয়া আমাদের দেশে সাধারণতঃ কবিতার সৃষ্টি হয় নাই। ভারতবর্ষ ধর্মের একটি বিরাট ও ব্যাপক অর্থ করিয়া তাহাতে সাহিত্যকেও স্থান দিয়াছে।

মধ্যযুগেই প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের বিস্তার এবং প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়; তাহার পূর্বে ভারতে তত্ত্বালোচনা সংস্কৃতের সাহায্যেই হইত। কিন্তু খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর হইতে এ ধারার ব্যতিক্রম ঘটে। তাহার পর হইতেই মাঝে মাঝে এমন অনেক সাধক ও ভক্তের আবির্ভাব

হয় যাঁহারা দেশে প্রচলিত ভাষাতেই তত্ত্বালোচনা আরম্ভ করেন। বস্তুতঃ এই সকল সাধকভক্তের বাণী আশ্রয় করিয়াই প্রাদেশিক ভাষাগুলি অনেকস্থলেই প্রথম প্রসার লাভ করে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই যুগটি সকল দিক দিয়া দেখিতে গেলে একটি অপূর্ব যুগ; ইউরোপে যখন অন্ধকারের যুগ চলিতেছিল, উত্তর-ভারতবর্ষে ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তখন নূতন নূতন সৃষ্টির চেষ্টা হইতেছিল। উত্তর-ভারতের ভাষাগুলির তখন কৈশোর কাল। নব নব প্রেরণায় এই ভাষাগুলি সেই সময়ে নিত্য নূতন সম্পদ লাভ করিতেছিল।

ধর্মের ব্যাপারেও তখন এক বিপ্লব চলিতেছিল। শুষ্ক কর্ম ও জ্ঞানবাদ তখন লোকের মনের উপর প্রভাব হারাইয়াছিল। মানুষের ক্ষুধিত মন তখন কোন নূতন সত্যের স্পর্শে সরস হইয়া, সার্থক হইবার জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। ধর্ম যখন প্রাণহীন হইয়া আসে তখন তাহাতে নানা ব্যভিচার ঘটে। যে যুগের কথা বলিতেছি তাহার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে ধর্ম বলিতে কতকগুলি আচার ছাড়া আর বিশেষ কিছু ছিল না; নানা ক্ষুদ্রতা, সঙ্কীর্ণতা তখন সমাজ ও ধর্মজীবনকে দিনের পর দিন ক্ষুণ্ণ করিতেছিল। রাষ্ট্রীয় জীবনেও তখন একটি বিরোধ চলিতেছিল। হিন্দু ও মুসলমানের সংঘর্ষ দিনের পর দিন কঠোর হইয়া আসিতেছিল। রাষ্ট্রব্যাপারের এই বিরোধ ধর্মজগতেও সংক্রামিত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া জাতিভেদ দিন দিন সমাজদেহে উৎকট ব্যাধিরূপে প্রকাশিত হইয়া উঠিতেছিল।

এই সময়ে দুই পথে জাতীয় জীবনের এই বিভিন্ন সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা সে যুগে হইয়াছিল। এক পথ

বিশুদ্ধ পরব্রহ্মবাদ—যাহাতে জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণতা নাই, যাহা মানুষের মনকে জ্ঞানের উন্নত স্তরে লইয়া যাইতে পারে। আর এক পথ ছিল—মানবের যে বৃত্তিগুলি নিম্নগামী হইয়া এই সঙ্কীর্ণতা, এই বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছিল সেগুলিকে রূপান্তরিত করিয়া এক বিরাট বিশ্বেশ্বরের প্রেমের লীলানন্দে ডুবাইয়া দেওয়া। প্রথমটির ফল হইয়াছিল বিশুদ্ধ জ্ঞানভক্তিবাদ; তাহারও বিভিন্ন প্রকার হইয়াছিল। কবীর, নানক প্রভৃতি ধর্মগুরুগণ বিশেষ করিয়া প্রথম পথটি আশ্রয় করিয়াছিলেন বলা যায়; দ্বিতীয়টির ফল হইয়াছিল ভক্তিবাদ, লীলাবাদ; তাহার পরিণতি হইয়াছিল বৈষ্ণব ধর্মের সৃষ্টিতে।

নানক, শ্রীচৈতন্য, রামানুজ, কবীর, তুলসীদাস, মীরাবাঈ প্রভৃতি সেই যুগের সৃষ্টি। জ্ঞানবাদী নানক পঞ্জাবে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া হিন্দুমুসলমান-সমস্যার সমাধান-চেষ্টা করিয়া শিখধর্মের ও শিখজাতির সৃষ্টি করিতেছিলেন; নিরক্ষর জোলা কবীর সৃষ্টির বিচিত্র প্রকাশের মধ্যে এক অরূপের লীলার সন্ধান লইতেছিলেন; রামানুজ জ্ঞান ও ভক্তির এক অপূর্ব সমন্বয় সৃষ্টি করিতেছিলেন; তুলসীদাস রামায়ণ লিখিতেছিলেন। মুসলমান ধর্মেও তখন সুফিবাদের প্রাধান্যের যুগ চলিতেছিল। চিস্তী সম্প্রদায় প্রেমিক বিশ্বপতির রূপ কল্পনা করিতেছিল। শ্রীচৈতন্য বাঙলাকে ভক্তির মন্দাকিনী-ধারায় সিক্ত করিতেছিলেন, তাহার স্রোত পশ্চিম-ভারত পর্যন্ত গিয়া পড়িয়াছিল।

মীরাবাঈ এমনই এক যুগে জন্মগ্রহণ করেন।

ভারতবর্ষ কোনদিনই তাহার সাধক ভক্তদের জীবন-কথাকে সন-তারিখের পর্যায়ে ভাগ করিয়া দেখে নাই, সে ভাবের ইতিহাস রচনা করিতেও চেষ্টা করে নাই। সাধকের

বাণীই তাঁহার সাধনার ইতিহাস, সুতরাং তাঁহার জীবনের সমগ্র ইতিহাস—ইহাই ছিল এ দেশের প্রাচীনকালের ধারণা। যে দেশ যে জাতি সমস্ত জীবনটাকেই একটি সাধনা বলিয়া মনে করে তাহার পক্ষে এটা কিছু আশ্চর্য নয়।

নানা রূপকের কাহিনীর ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের সে যুগের সাধকদের সাধনার ইতিহাস কীর্তিত হইয়াছে। কিন্তু এই ভাবের ইতিহাসকে অনেক দুর্ভাগ্য বহিতে হয়, সাম্প্রদায়িকতার সঙ্কীর্ণতার মধ্যে সাধনার ও সাধকের বিশেষত্বটি অনেক সময়েই হারাইয়া যায়। জনকথা অনেক সময়ে প্রচ্ছন্ন রূপকটির অর্থ বিকৃত করিয়া ফেলে; তখন সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করা দুরূহ হইয়া পড়ে। তাহার উপর আবার যে সাধনার ইতিহাস শুধু গানের সুর আশ্রয় করিয়া চলে তাহার লাঞ্ছনা অনেক; কোথাও হয়তো নূতন পদ রচিত হইয়াছে, কোথাও বা নূতন শব্দ যোজনা হইয়াছে। নিজের নামটি প্রচ্ছন্ন রাখিবার বিনয়ও এ দেশে দুর্লভ নহে। অনেক সময়ে ভক্তবৃন্দ সাধকের মাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্য স্বরচিত বহু পদ তাঁহার নামে চালাইয়া দিয়াছেন; এই সকল কারণেই কোন-এক সাধকের নামে যে সকল পদাবলী প্রচলিত আছে তাহার বেশির ভাগই হয়তো তাঁহার রচনা নহে। সুতরাং তাহার ভিতর তাঁহার জীবন বা সাধনার কাহিনী খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

কিন্তু তবুও জনপ্রবাদকে অস্বীকার করা চলে না। কারণ তাহার অন্তরের সত্য রূপকটি ধরিতে পারিলে অনেক কথাই সহজ হইয়া পড়ে। এখানে এই ভাবে, মীরার সাধনার ইতিহাসের ভিতর দিয়া, যতটুকু পারা যায় জন-প্রবাদের রূপকটি ধরিয়া এই ভক্তিমতী রাজপুতানীর জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চেষ্টা করিব।

মীরাবাঈ রাজপুতনার পরম বৈষ্ণব এক রাঠোর কুলে জন্মগ্রহণ করেন; ইতিহাসের হিসাবে তাঁহার জন্ম অনুমান ১৫০৪ খ্রীঃ অব্দে হয়। (এইখানেই বলিয়া রাখা ভাল যে মীরার জন্মমৃত্যুর তারিখ লইয়া নানারূপ মতভেদ আছে।) তাঁহার পিতা রত্নসিংহ মাড়বাড়-রাণা রাও যুধাজীর পৌত্র ছিলেন; উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি মেড়তার ভূস্বামী হন। এই মেড়তা তালুকের অন্তর্গত কুড়কী গ্রামেই মীরার জন্ম হয়।

মীরার খুল্লতাতপুত্র রায়মল্ল তাঁহার বাল্যসখা ছিলেন; পরম বৈষ্ণবের গৃহে লালিত পালিত হইয়া এই দুইটি শিশুর অন্তঃকরণে বাল্যকাল হইতে ভক্তির বীজ অঙ্কুরিত হয়; রায়মল্ল রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ; চিতোর অবরোধের সময় তিনি দুর্গপ্রাকারে আকবরের গুলিতে নিহত হন; তিনিও ভক্ত বৈষ্ণব এবং সুকবি ছিলেন।

লোকপ্রবাদ যে বাল্যকালে প্রতিবেশিনী কোন বালিকার বিবাহের উৎসব দেখিয়া উৎসুকা মীরা তাঁহার মাতাকে জিজ্ঞাসা করেন—'আমার স্বামী কে?' ক্রীড়াচ্ছলে মাতা গৃহদেবতাকে দেখাইয়া উত্তর দেন—'এই গিরিধারীলাল তোমার স্বামী।' বালিকা মীরা সেই দিন হইতে গিরিধারী-লালকে আপনার স্বামিজ্ঞানে পূজা করিতেন। বিশ্বের দেবতা, প্রেমের দেবতা, মীরার প্রভু, এই গিরিধারীর মূর্তিতেই তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইলেন। তিনি প্রভু, তিনি স্বামী, তিনি বিশ্বের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন।

মীরার উপাস্য গিরিধারীমূর্তি সম্বন্ধে আর একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একদিন তাঁহাদের গৃহে এক সন্ন্যাসী আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁহার সহিত নারায়ণের শিলামূর্তি —গিরিধারীলালের মূর্তি—ছিল। মীরার বয়স তখন চার

বৎসর মাত্র। মীরা সেই মূর্তিটি লইবার জন্য 'বায়না' ধরেন। সন্ন্যাসী মূর্তি দিতে অস্বীকার করেন এবং মেড়্তা ছাড়িয়া চলিয়া যান। তাহার পর মীরা প্রায়োপবেশন-ব্রত গ্রহণ করেন। তখন সন্ন্যাসী স্বপ্নে আদিষ্ট হইয়া মীরাকে মূর্তিটি দান করেন। মীরা আজীবন সেই মূর্তি উপাসনা করিয়াছিলেন।

রাজপুতদের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন নাই। কিশোরী মীরার বিবাহের ব্যবস্থা হইল; মীরার রূপলাবণ্যের খ্যাতি তখন বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার অন্তরের সৌন্দর্য না দেখিয়াই শুধু তাঁহার বাহিরের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া মেবারের রাণা তাঁহাকে পুত্রবধূ করিয়া লইয়া গেলেন; ইতিহাসবিদিত রাণা সংগ্রামসিংহের কনিষ্ঠ পুত্র কুমার ভোজের সহিত তাঁহার পরিণয় সম্পন্ন হইল। মীরা শ্বশুরের গৃহে আসিলেন।

বহুস্থলে মীরাকে কুম্ভ রাণার মহিষী বলা হইয়াছে; কর্ণেল টড রাজস্থানে প্রথম সেই ভুলটি করেন; তাহার পর বহু ঐতিহাসিক, অনৈতিহাসিক গ্রন্থে তাহা স্থান পাইয়াছে; কিন্তু এই মতবাদ যে সম্পূর্ণ ভুল তাহা মুন্সী দেবীপ্রসাদ ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের গবেষণার দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইয়াছে; তাঁহারা মেবারের রাজদপ্তরে অনুসন্ধান করিয়া প্রমাণ পাইয়াছেন যে মীরা ও কুম্ভ কোনমতেই সমসাময়িক হইতে পারেন না। বস্তুতঃ কুম্ভ মীরার বহুপূর্বে—প্রায় দেড়শত বৎসর আগে—জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের বিবাহ অসম্ভব। চিতোরগড়ে কুম্ভের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের পার্শ্বে মীরাকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া খ্যাত একটি মন্দির আজও দেখা যায়; টড বোধ করি সেই দেখিয়া প্রথম ভুল করেন।

মীরা শ্বশুরের গৃহে আসিলেন। তাঁহার শ্বশুরকুল ছিলেন পরম শৈব। এইখানে তাঁহাকে যে প্রথম হইতেই কঠোর পরীক্ষার আগুনের দহন সহিতে হইয়াছিল তাহা একটি জনকথার ভিতর দিয়া আমরা জানিতে পারি। অবশ্য জনকথাটি অবিশ্বাস্য; তাহাতে আছে শ্বশুরগৃহে প্রথম পদার্পণকালে চিরাচরিত প্রথামত মীরাকে যখন গৃহদেবতা শিবকে প্রণাম করিতে বলা হয় তিনি না কি অস্বীকার করিয়া বলেন,—আমি এক গিরিধারী ছাড়া আর কাহাকেও প্রণাম করিব না। পরবর্তী কোন ভক্ত কর্তৃক রচিত এই কাহিনীটির মধ্যে হয়তো সম্প্রদায় হিসাবে মীরার ঐকান্তিক ভক্তির নিদর্শন রহিয়াছে, কিন্তু যিনি

তেরে ভুবনবৃন্দাবনমেঁ সাৱলিয়াকে স্থর বাজৈ *

গাহিতে পারেন তাঁহার পক্ষে এ ক্ষুদ্রতা অসম্ভব। যাহাই হউক, এই কাহিনীর মধ্যে, কবীর যে বলিয়া গিয়াছিলেন সাধকের সাধনা সতীর সাধনা হইতে ভীষণ, সেই কথাটিরই স্থচনা পাই। কিন্তু এখনও তাঁহার জীবনের বহু পরীক্ষাই বাকি।

মীরার দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই আমরা জানিতে পারি না। তিনি যে অস্থখী হন নাই তাহাই মনে হয়। হয়তো তিনি বিলাসিতার পঙ্কে ডুবিয়া বিশ্বেশ্বরকে কিছুদিনের জন্য ভুলিয়া ছিলেন; কিন্তু সে ভোলা কিছুদিনেরই জন্য। তাহার পরেই আবার ডাক আসিল—কঠোর ডাক। বিবাহের দশ বৎসরের মধ্যে কুমার ভোজেরই মৃত্যু হইল। তরুণী মীরা বৈধব্যের কঠোর স্পর্শ অনুভব করিলেন। এতদিন যে দেবতাকে ভুলিয়া ছিলেন তিনি আজ কঠোরভাবে তাঁহাকে মনে করাইয়া দিলেন। তখন বিধবা মীরা তাঁহার

* ৱ এর-উচ্চারণ কতকটা ইংরেজী 'w' বা "ওয়"র মত।

চরণে নিজেকে সমর্পণ করিলেন। পার্থিব স্বামীকে হারাইয়া তিনি বিশ্বের স্বামীর সন্ধানে চলিলেন।

দেবর বিক্রমদেব তখন মেবারের রাণা। তিনি নূতন নূতন পরীক্ষার নিমিত্ত হইয়া মীরার সাধনার একাগ্রতা পরীক্ষা করিলেন। শ্বশুরকুলে বহু নির্যাতনই তাঁহাকে সহিতে হইল। কিন্তু তিনি ডাক শুনিয়াছেন, কেহ কি আর তাঁহাকে বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিতে পারে?

তিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন ভক্তির উদার রাজপথে। বৈষ্ণবের সেবা এবং গিরিধারীর ভজন ও আরাধনায় তাঁহার দিন কাটিতে লাগিল। তাঁহার কণ্ঠস্বরে অপূর্ব মোহিনী-শক্তি ছিল; সেই কণ্ঠে যে একবার তাঁহার ভজন শুনিয়াছে সে-ই মুগ্ধ হইয়াছে; দিনে দিনে তাঁহার সাধনার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল; বহু সাধুসন্ন্যাসীর সমাগমে তাঁহার পুরী মুখরিত হইতে লাগিল।

রাজকুলবধূর, তরুণী বিধবার এই কার্যকলাপ অন্য অন্তঃপুরচারিণীদের চক্ষে কটু বোধ হইল; বিক্রমজিৎও কুলবধূর এই লোকলজ্জাত্যাগ, সাধুসঙ্গ সহ্য করিতে পারিলেন না; প্রথমে তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইল; ননন্দা উদাবাঈ ছিলেন বিক্রমদেবের প্রধান সহায়, তিনি বধূকে বহু উপায়ে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু 'মীরা-মন হরি ভায়ো রে'—সে মন আর ফিরিল না।

উদা বলিলেন—ওগো ভাতী (বধূ), কুলে যে কলঙ্ক লাগিতেছে, সাধুসঙ্গ ত্যাগ কর, নগর যে তোমার নিন্দাবাদে মুখর হইয়া উঠিল।

মীরা বলিলেন—আমার মন যে ডুবিয়াছে, সে রসে আমি মুগ্ধা।

উদা লোভ দেখাইলেন—মুক্তার হার পর, আভরণ অঙ্গে তুলিয়া লও। সাধুর জীবনে কত দুঃখ, কেন তুমি তাহা সহিবে ?

মীরা আনমনে উত্তর দিলেন—আমি তো রত্নভূষণ ত্যাগ করিয়াছি, শীলসন্তোষই এখন আমার ভূষণ হইয়াছে।

উদা ভয় দেখাইলেন ; কিন্তু মীরার মন বিমুখ হইল না।

তাহার পর, শোনা যায় না কি রাণা তাঁহাকে বধ করিবার জন্য বিষের পাত্র হরিচরণামৃত বলিয়া পাঠাইলেন ; সেই বিষ না কি মীরার হাতে অমৃত হইল ; তিনি তাহা পান করিয়া অমর হইলেন। অত্যাচার অপমানের গরল নীলকণ্ঠের ন্যায় কণ্ঠে ধারণ করিয়া তিনি সত্যই অমর হইলেন।

তাঁহার অলৌকিক ভক্তির মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য আরও অনেক কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছে। তাহাদের ভিতরে এই কথাটিই আমরা পাই যে তিনি বহু লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহিয়াই সাধনার পথে চলিতেছিলেন।

এই দুঃখ-বিপদের মধ্যে মীরা প্রথমে কি করিবেন স্থির করিতে পারেন নাই ; কথিত আছে তিনি তখন তুলসীদাসকে উপদেশ প্রার্থনা করিয়া পত্র লেখেন। "আমি তোমার কন্যা, এই বিপদে পড়িয়াছি, এখন কি করা উচিত আমাকে বল।" তুলসীদাস তখন উত্তর দেন যে গৃহ ত্যাগ করিতে হইবে ; যে গৃহে হরির অপমান হয় সে গৃহ পরম প্রিয় হইলেও তাহাকে ছাড়িতে হইবে। প্রহ্লাদ পিতাকে ছাড়িয়াছিলেন, বিভীষণ ভ্রাতাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, ভরত মাতাকে ছাড়িয়াছিলেন। তুমিও গৃহ ছাড়।

কিন্তু তুলসীদাসের যে পত্র মীরার উদ্দেশে লিখিত হইয়াছিল বলা হয় তাহা তৎকৃত বিনয়পত্রিকার একটি পদ,

পত্র নহে। এটি যে বিশেষ করিয়া মীরার উদ্দেশ্যেই লিখিত তাহা মনে করিবার কোন কারণ বা প্রমাণ নাই। তাহা ছাড়া ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তুলসীদাস মীরার পরবর্তী কালের। সুতরাং এটিকেও জনপ্রবাদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। মনে হয় তুলসীদাসের কোন ভক্ত এই কাহিনীটি রচনা করিয়া মীরা ও তুলসীর মধ্যে একটি সম্বন্ধ সৃষ্টি করিয়া স্বীয় গুরুর মহিমা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কিন্তু মীরা মেবারে আর থাকিলেন না। মীরা তো মেবার ত্যাগ করিলেন; তাঁহার আর স্থান কোথায়? ভাবিলেন বুঝি বাল্যসখা রায়মল্লের আশ্রয়ে মেড়তাতে তিনি থাকিতে পারিবেন; রতনসিংহ তখন স্বর্গে। কিন্তু মেড়তাতেও তাঁহার স্থান হইল না; তাঁহাকে আবার পথে আসিয়া দাঁড়াইতে হইল।

একে একে সকল বন্ধন তাঁহার ছিন্ন হইল—আত্মীয়-স্বজনের বন্ধন, লোকলজ্জার বন্ধন। এ জগতে তাঁহার আশ্রয়, তাঁহাকে বাঁধিবার, আর কেহই রহিল না। তিনি গাহিলেন—

মেরে তো গিরিধর গোপাল দুসরা ন কোঈ।
তাত মাত ভ্রাত বন্ধু অপনা নহিঁ কোঈ॥

গৃহত্যাগের পর মীরার সাধনা প্রকৃতভাবে আরম্ভ হইল। তখনও তিনি তাঁহার আরাধ্য দেবতাকে স্বামিরূপে বরণ করিয়া ভক্তির উচ্চতম স্তরে উপস্থিত হইতে পারেন নাই; ত্যাগই সাধনা নহে। মীরা গৃহ ছাড়িয়াছেন বটে কিন্তু যাঁহার জন্য ছাড়িয়াছেন তাঁহাকে তো পান নাই।

প্রেমের নিকষমণি দুঃখ; সে নিকষমণিতে তাঁহার প্রেম সত্য সোনার রেখা আঁকিয়া দিয়াছে। আগুন তাঁহাকে দহন

করিয়াছে। কিন্তু যে দেবতার জন্ত এত দুঃখ সহন, তিনি তো এখনও দাসীকে দেখা দেন নাই, মিথ্যা হইতে মুক্তি তো মিলে নাই। তিনি গাহিলেন—

মীরাকে প্রভু সাঁচী দাসী বনাও।
ঝুঠে ধংধোসে মেরা ফন্দা ছুড়াও।
* * *
মুক্তি মার্গ দাসীকো দিখাও।

তিনি বলিলেন,—আমি বহু চেষ্টা করিতেছি, ধর্মোপদেশ গ্রহণ করিতেছি, সাধুসেবা করিতেছি, কিন্তু তবুও যে তোমাকে পাইতেছি না; তুমি এস, হে প্রভু, তুমি এস, আমাকে মুক্তির পথ দেখাও, আমাকে তোমার সত্য দাসী করিয়া লও।

তিনি গাহিলেন—

তুম্হারে কারণ সব সুখ ছোড়্যা।
অব কুঁ্য মুঝে তরসাৱো।

তোমার জন্য, হে প্রভু, সকল সুখই তো ছাড়িয়াছি, আর কেন দুঃখ দাও? তুমি এস, তোমার আগমনে আমি ধন্য হই, এ দেহমন্দিরের অন্ধকার দূর হয়। তাহা তো হয় নাই; এখনও যে—

মন্দিরিয়াম্ঁ দিৱড়া বিনা অঁধিয়ারুঁ।—
দীপ বিনা এই মন্দির এখনও যে অন্ধকার।

গৃহ ছাড়িয়া মীরা বৃন্দাবনের পথে চলিলেন। পথে রাজপুতনার বানস নদীর তীরে তিনি কিছুদিন বাস করেন। সেইখানে তাঁহার সাধনা সফল হইল; মন্দিরে দীপ জ্বলিল, শুভ্র চিত্তদল যে ভ্রমরের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া এতদিন ফুটিয়া ছিল, তাহার স্পর্শ এইবার তিনি পাইলেন। ইহারই

জন্য তাঁহাকে বহুদিন বিরহ ও প্রতীক্ষায় কাটাইতে হইয়াছিল।

এই বিরহ ও প্রতীক্ষার ভিতর দিয়াই তিনি জীবনে পরম সার্থকতা লাভ করিয়াছিলেন।

মীরার বিরহ ও প্রতীক্ষার পদগুলিই সুন্দর। তাহাদের ভিতরে মানবের চিরন্তন বিরহের সুর ধ্বনিত হইতেছে। তাই তাহারা আমাদের হৃদয়কে এরূপ করুণভাবে স্পর্শ করে।

তিনি বিরহে আকুল হইয়া পড়িতেছেন, তখনও প্রিয়তমের দর্শন লাভ করেন নাই। তিনি সখীকে বলিলেন—

হে রী মৈঁ তো প্রেমদিবানী।
মেরা দরদ না জানে কোঈ।

সখী, আমি যে প্রেমে পাগল হইয়াছি; আমার দুঃখ কেহ বুঝিতেছে না।

তিনি প্রার্থনা করিলেন—আমি রাজ্য, সম্পত্তি, পতি, পার্থিব প্রেম, সকলই বিসর্জন দিয়া আসিয়াছি; তোমার দাসী মীবা তোমার শরণার্থিনী হইয়া আসিয়াছে, তুমি তাহাকে সকল রকমে গ্রহণ কর। তুমি বিনা আমাকে দয়া করে এমন যে আর কেহ নাই। তিনি গাহিলেন—

প্যারে দরসন দীজ্যো আয়, তুম বিন রহ্যো ন জায়।
জল বিন কঁবল, চংদ বিন রজনী, ঐসে তুম দেখ্যাঁ বিন সজনী।

হে প্রিয়তম, দর্শন দাও, তুমি বিনা যে আর থাকিতে পারি না। জল বিনা যেমন কমল, চন্দ্রহীন যেমন রজনী, হে প্রিয়, তুমি বিনা যে আমি তেমনি।

২

তিনি বেদনায় আকুল হইয়াছেন, বিরহে তাঁহার বক্ষ জ্বলিয়া যাইতেছে।

আকুল ব্যাকুল ফিরূঁ রৈণদিন, বিরহ কলেজো খায়।

এদিকে বাদল নামিয়াছে, চারিদিকে মেঘ করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এ গৃহ শূন্য।

চিতনন্দন বিলমাঈ, বদরা নে ঘেরী মাঈ।

চিতনন্দন যে বড় বিলম্ব করিতেছেন। মেঘ ডাকিতেছে, বজ্র চমকিতেছে, এখনও তিনি আসিলেন না! কোথায় তিনি?

কিন্তু এতদিন পরে বুঝি তাঁহার সাধনা সফল হইল; তিনি অন্তরে তাঁহার দেবতার পদধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

সুনী মৈঁ হরিআবন কি আবাজ।

এইবার তিনি আসিলেন। তাই তাঁহার পাওয়ার আনন্দ।

মেহা বরসবো করেরে, আজতো রমিয়ো মেরে ঘরেরে।

বাদল নামিয়াছে, নামুক; প্রিয়তম আজ আমার গৃহে। জীবনদেবতা এতদিন পরে তাঁহার গৃহে অতিথি; তিনি নিঃশেষে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া আজ তাঁহাকে পাইয়াছেন। কিন্তু তখনও হারাইবার ভয়—

বহুত দিনপৈ প্রীতম পায়ো
বিছুড়নকো মোহিঁ ডরেরে।

তাই তখন প্রার্থনা,—তুমি আমাকে তোমার চাকর করিয়াও রাখ; আমি বৃন্দাবনের কুঞ্জগলিতে তোমার লীলাগান করিয়া বেড়াইব; তোমাকে স্মরণ করিব, নিত্য প্রভাতে তোমার দর্শন লাভ করিব, তাহাই হইবে আমার বেতন। আমি আর কিছু চাহি না।

মীরা এখন অগম দেশের যাত্রী ;

চলো অগমকা দেস কাল দেখ ডরে।
যঁহ্ ভরা প্রেমকা হৌজ হঁস কেলা করে॥

হে আমার মন, সেই অগম দেশে চল, কাল যেখানে যাইতে ভয় পায় ; সেখানে প্রেমের পূর্ণ সরোবরে হংস খেলা করিতেছে। এইবার লজ্জাকে তোমার ওড়না করিয়া লও, ধৈর্যকে কর বসন। সেইখানেই হইবে তোমার পূর্ণ তৃপ্তি, পরম মুক্তি।

এইবার আনন্দলীলা আরম্ভ হইল ; তিনি 'ঝুরমুট' খেলায় চলিলেন—

সখী রী মৈঁ তো গিরধরকে রঁগ রাতী।
পঁচরঁগ মেরা চোলা রঁগা দে, মৈঁ ঝুরমুট
খেলন জাতী।

সখী, আমি গিরিধরের রঙে রঙিয়া আছি ; আমার সাড়ী পাঁচ রঙে রঙাইয়া দাও, আমি ঝুরমুট খেলিতে যাই।

এই 'ঝুরমুট' বিশ্বদেবতার সহিত রাসলীলা। সে খেলার আনন্দে সকলই ডুবিয়া যায় ; চন্দ্র যায়, সূর্য যায়, ধরণী আকাশ সকলই চলিয়া যায়, থাকে শুধু সেই এক অবিনাশী—সেই বিশ্বের দেবতা স্বামী।

মীরা আজ জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছেন, জন্মজন্মের 'পুঁজী' পাইয়াছেন ; আর তাঁহার ভাবনা কি ?

তিনি বৃন্দাবনে আসিলেন পূর্ণ জ্ঞান লইয়া, প্রেমের সাগরে স্নান করিয়া। সেখানে তাঁহার দেবতার সহিত নিত্যলীলা চলিল।

জীবনের শেষদিকে মীরা দ্বারকায় আসেন। সেইখানেই অনুমান ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত ঘটে। মীরা মেবার

ত্যাগ করিবার পর মেবারের অবস্থা দিন দিন মন্দ হইয়া আসিতেছিল। এতদিন পরে মেবারের লোক বুঝিল মীরার সঙ্গেই চিতোর-রাজলক্ষ্মী মেবার ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। তখন তাঁহার সন্ধান হইল। মেবার হইতে দ্বারকায় ব্রাহ্মণ গেল তাঁহাকে ফিরাইয়া আনিতে। কথিত আছে তিনি ব্রাহ্মণের অনুরোধে কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া রণছোড়জীর মন্দিরে গাহিতে লাগিলেন—

সাজন সুধ জ্যঁ্য জানো ত্যোঁ লীজো হো।

* * *

মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর
মিলি বিছুড়ন নহি কীজো হো।

হে প্রিয়তম, তুমি যদি আমাকে শুদ্ধ মনে কর তবে তোমার কোলে আমায় স্থান দাও, আমাকে তোমার বক্ষে তুলিয়া লও। হে মীরার প্রভু, একবার মিলিয়া আবার আমাকে ছাড়িও না।

মীরা তখন না কি রণছোড়জীর মূর্তিতে মিলাইয়া যান। জীবনদেবতা এতদিনে তাঁহাকে সত্যই বক্ষে টানিয়া লইলেন; অসীম প্রেমের মধ্যে অনন্তকালের জন্য তিনি ডুবিয়া গেলেন।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

পদাবলী

১

মীরাকে প্রভু সাঁচী দাসী বনাও।
ঝুঠে ধংধাঁস্যুঁ মেরা ফংদা ছুড়াও॥
লুটে হী লেত বিবেককা ডেরা।
বুধি বল যদপি করূঁ বহুতেরা॥
হায় রাম নহিঁ কছু বস মেরা।
মরত হূঁ বিবস প্রভু ধাও সবেরা॥
ধরম উপদেশ নিত প্রতি সুনতী হূঁ।
মন কুচালসে ভী ডরতী হূঁ॥
সদা সাধু সেবা করতী হূঁ।
সুমিরণ ধ্যানমেঁ চিত ধরতী হূঁ॥
ভক্তি মার্গ দাসীকো দিখাও।
মীরাকে প্রভু সাঁচী দাসী বনাও॥

১

হে প্রভু, মীরাকে (তোমার) সত্য দাসী করিয়া লও। মিথ্যা কাজের বাঁধন আমার খুলিয়া দাও। (তাহারা) আমার বিবেকের ঘর লুটিয়া লইতেছে, বহু বুদ্ধি প্রয়োগেও যে আমি কিছু করিতে পারিতেছি না। হায় রাম, কিছুই যে আমার বশে নাই; আমি মরিতেছি, আমি বিবশ হইয়া পড়িয়াছি; প্রভু তুমি শীঘ্র এস, শীঘ্র এস। ধর্মের উপদেশ নিত্য নিত্য শুনিতেছি; পাপকে ভয় করিয়া মনকে পাপ হইতে রক্ষা করিতেছি। সদা সাধু সেবা করিতেছি; স্মরণ ধ্যানে চিত্ত আমার নিযুক্ত করিয়াছি। এইবার তোমার দাসীকে মুক্তির পথ দেখাও। হে মীরার প্রভু, মীরাকে তোমার সত্য দাসী করিয়া লও।

২

হে রী ম্হাঁসূঁ হরি বিন রহ্যো ন জায়।
সাসূ লড়ে মেরী ননদ খিজারে, রাণা রহ্যো রিসায়॥
পহরো ভী রাখ্যো চৌকী বিঠায়ো তালা দিয়ো জড়ায়।
পূর্ব জন্মকী প্রীত পুরাণী, সো ক্যূঁ ছ্যোড়ী জায়॥
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর আওর ন আরে
ম্‌হারী দায়॥

২

হে সখী, আমি যে হরি বিনা থাকিতে পারি না। শাশুড়ী কোন্দল করেন, ননদ আমায় গঞ্জনা দেন; রাণা তো আমার প্রতি বিরক্তই হইয়া আছেন, তিনি প্রহরী বসাইয়াছেন, দ্বারে তালা দিয়াছেন। কিন্তু আমার এই পূর্বজন্মের পুরাতন প্রেম, ইহাকে আমি ভুলি কি করিয়া? হে মীরার প্রভু গিরিধর নাগর, অন্যকে যে আমার ভাল লাগে না।

৩

প্যারে দরসণ দীজ্যো আয়,
তুম বিন রহ্যো ন জায় ॥
জল বিন কঁবল, চংদ বিন রজনী,
ঐসে তুম দেখ্যাঁ বিন সজনী।
আকুল ব্যাকুল ফিরূঁ রৈণ দিন,
বিরহ কলেজো খায় ॥
দিবস ন ভুখ নীঁদ নহি রৈণা,
মুখস্যূঁ কথণ ন আবৈ বৈণা ॥
কহাঁ কহুঁ কুছ কহত ন আবৈ
মিলকর তপত বুঝায় ॥
কূঁ্য তরসাবো অংতরজামী,
আয় মিলো কিরপা কর স্বামী।
মীরা দাসী জনম জনমকী,
পরী তুম্হারে পায় ॥

৩

হে প্রিয়তম, আসিয়া দেখা দাও; তুমি বিনা যে আর থাকিতে পারি না। জল বিনা কমল যেমন, চন্দ্র বিনা রজনী যেমন, তেমনি হে স্বজনী, তুমি বিনা আমি।

আকুল হইয়া রাত্রি দিন ফিরি, বিরহে আমার বক্ষ জ্বলিতেছে। দিনে ক্ষুধা নাই, রাত্রে নয়নে নিদ্রা নাই, মুখে আমার কথা সরে না। কাহাকে বলি, কিছুই যে বলিতে পারি না; কেবল তুমি মিলিলেই এ আগুন নিভিবে।

হে অন্তর্যামী, আর কেন ব্যথা দাও, এস; হে স্বামী, কৃপা কর। হে প্রিয়তম, তোমার জন্মজন্মের দাসী মীরা তোমার চরণে পড়িয়া আছে।

৪

পিয়া বিন রহ্যো ন জায়।
তন মন মেরো পিয়া পর বারূঁ,
বারবার বলি জায়।
নিসদিন জোউঁ বাট পিয়াকী,
কবরে মিলোগো আয়।
মীরাকে প্রভু আস তুমারী,
লীজ্যো কংঠ লগায়॥

৪

প্রিয়তম বিনা যে থাকা যায় না। আমার এ তনু মন প্রিয়তমের কাছেই সমর্পণ করিয়াছি। নিশিদিন চাহিয়া আছি তাঁহার পথের দিকে, কবে আসিয়া মিলিবেন। হে মীরার প্রভু, তোমারই আশায় আছি। তুমি এস, তোমার কণ্ঠে আমায় গ্রহণ কর।

৫

তুম্‌হারে কারণ সব সুখ ছোড়্যা,
অব মোঁহি ক্যূঁ তরসাবো।
বিরহ বিথা লাগী উর অন্দর,
সো তুম আয় বুঝাবো॥
অব ছোড়্যাঁ নহিঁ বনৈ প্রভুজী,
হঁস কর তুরংত বুলাবো॥
মীরা দাসী জনম জনমকী,
অংগসূঁ অঁগ লগাবো॥

৫

(প্রভু) তোমার জন্য সব সুখ ত্যাগ করিলাম, আর কেন আমাকে দুঃখ দাও? বিরহের ব্যথায় হৃদয় জ্বলিতেছে, তুমি আসিয়া (সে আগুন) নিভাও। হে প্রভু, এখন আমাকে ত্যাগ করা যে (তোমার) সাজে না। এবার হাসিয়া আমাকে পাশে ডাকিয়া লও। তোমার জন্মজন্মের দাসী মীরার অঙ্গে তোমার অঙ্গের স্পর্শ বুলাইয়া দাও।

৬

নীঁদলড়ী নহি আবে সারী রাত।
কিসবিধ হোয়ী পরভাত ॥
চমক উঠী সুপনে সুধ ভূলী।
চংদ্রকলা ন সোহাত ॥
তড়ফ তড়ফ জীব জায় হমারো।
কব রে মিলে দীননাথ ॥
ভয়ী রে দিবানী তন সুধ ভূলী।
কোঈ ন জানী ম্হারী বাত ॥
মীরা কহৈ বাত সোঈ জানে।
মরণ জীবন জিন হাথ ॥

৬

সারারাত্রি নিদ্রা আর নয়নে আসে না। কে জানে প্রভাত কেমন হইবে? স্বপ্নে বুদ্ধিহারা হইয়া চমকিয়া উঠিয়া ভাবি চন্দ্রকলা কোথায় মিলাইয়া গেল; ব্যাকুল হইয়া প্রাণ আমার যায়; হে দীননাথ, কখন আসিবে? বুদ্ধিহারা হইয়া পাগল হইয়াছি। আমার কথা কেহই জানিল না; মীরা কহে, জানেন শুধু তিনি যাঁহার হাতে আমার জীবন মরণ।

৭

সাজন ঘর আরো মীঠাবোলা ॥
কবকী খড়ী পংথ নিহারূঁ ।
থাঁহী আয়া হোসী ভলা ॥
আরো নিসংক সংক মত মানো ।
আয়াঁহী সুখ রহেলা ॥
তন মন বার করূঁ ন্যোছারর ।
দীজো স্যাম মোহেলা ॥
আতুর বহুত বিলংব নহিঁ করণা ।
আয়াঁহী রংগ রহেলা ॥
তেরে কারণ সব রংগ ত্যাগা ।
কাজল তিলক তমোলা ॥
তুম দেখ্যাঁ বিন কল ন পরত হৈ ।
কর ধর রহী কপোলা ॥
মীরা দাসী জনম জনমকী,
দিলকী ঘুংড়ী খোলা ॥

৭

হে মধুরভাষী, তোমার প্রিয়ের এ গৃহে এস। কতদিন আর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পথ চাহিয়া থাকিব? তুমি আসিলে যে ভাল হইবে। তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে এসো, শঙ্কা মানিও না। তুমি আসিলেই সুখ হইবে। এ দেহ মন (তোমার চরণে) উৎসর্গ করিব, মোহন শ্যামকে দিব। আমি আতুর, বিলম্ব করিও না; তুমি আসিলে রঙ্গ পূর্ণ হইবে। তোমার জন্যই যে সব রঙ ত্যাগ করিয়াছি, কাজল তিলক তাম্বুল। তোমাকে না দেখিলে যে সময় কাটে না। আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছি। তোমার জন্মজন্মের দাসী মীরা আজ বক্ষাবরণ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

৮

পিয়া মোহিঁ আরত তেঁরী হো।
আরত তেরে নামকী, মোহিঁ সাঁঝ সবেরী হো॥
য়া তন কে দিয়লা করূঁ, মনসা করূঁ বাতী হো।
তেল জলাউঁ প্রেমকো, বালুঁ দিন রাতী হো॥
পটিয়া পাড়ূঁ জ্ঞানকী, মতি মাঁগ সবারূঁ হো।
পিয়া তেরে কারণ ধন জোবন বারূঁ হো॥
সেজড়িয়া বহু রংগিয়া, বহু ফুল বিছায়া হো।
রৈণ গঈ তারা গিণত, প্রভু অজহুঁ ন আয়া হো॥
আয়া সাবণ ভাদবাঁ, বরসা রিতু আঈ হো।
মেহা ঘটা ঘন ঘেরি নৈনন ঝরি লাঈ হো।
মাত পিতা তুমকো দিয়ো তুমহী ভুল গয়ো হো।
তুম তজি অওর ভতারকো মনমেঁ নহিঁ আনোঁ হো॥
তুম হো পূরে সাইয়াঁ, পূরা সুখ দীজো হো।
মীরা ব্যাকুল বিরহনী, অপণী কর লীজে হো॥

হে প্রিয়, (আমার জীবনে) তোমার আরতি হউক; তোমার নামের আরতি সকাল-সন্ধ্যা আমার অন্তরে হউক। এ তনুকে দীপ করিব, মনকে করিব বাতি, প্রেমের তৈল জ্বালাইব; সে দীপ দিনরাত্রি জ্বলিবে। জ্ঞানের পাটী (মাদুর) বিছাইয়া বসিব, হরিতে রতি ভিক্ষা করিয়া সাজাইয়া লইব। তোমার জন্য, হে প্রিয়, ধন যৌবন উৎসর্গ করিব। এ শয্যা বহু রঙের, বহু ফুল পাতিয়াছি; তারা গণিতে রাত্রি প্রভাত হইল; আজও প্রভু আসিলেন না। শ্রাবণ গেল, ভাদ্র আসিয়াছে, বর্ষা নামিয়াছে; মেঘ ঘনঘটা করিয়া ঘিরিয়া আসিতেছে, নয়নে জল নামিয়াছে। মাতা পিতা তোমাকেই আমাকে দিয়াছিলেন, আর তুমিই আমাকে ভুলিয়া গেলে? তুমিই তো জান, তোমাকে ছাড়িয়া অন্য কোন স্বামীকে স্মরণ করি না। তুমি, হে প্রভু, পূর্ণ স্বামী, পূর্ণ সুখ তুমিই দিতে পার; ব্যাকুল বিরহিণী মীরাকে এইবার তোমার আপন করিয়া লও।

৯

রমৈয়া বিন নীঁদ ন আরে॥
নীঁদ ন আরে বিরহ সতারে
প্রেমকী আঁচ ঢুলারে॥
বিন পিয়া জোত মঁদির অঁধিয়ারো,
দীপক দায় ন আরে।
পিয়া বিনা মেরী সেজ অলূনী
জাগত রৈণ বিহারে॥
পিয়া কব রে ঘর আরে॥
দাদুর মোর পপিহিয়া বোলৈ,
কোয়ল সবদ সুণারে।
ঘুমঁট ঘটা উলর হোই আঈ,
দামিন দমক ডরারে॥
নৈন ঝর লাবে॥
ক্যা করুঁ কিত জাউঁ মোরী সজনি,
বেদন কূণ বুতারে।
বিরহ নাগণ মোরী কায়া ডসী হৈ,
লহর লহর জির জারে।
জড়ী ঘস লারে॥
কো হৈ সখী সহেলী সজনী,
পিয়াকুঁ আন মিলারে।
মীরাকে প্রভু কব রে মিলোগে,
মনমোহন মোহিঁ ভারে।
কবৈ হঁস কর বতলারে॥

৯

প্রিয়তম বিনা যে নয়নে নিদ্রা আসে না। নয়নে নিদ্রা নাই, বিরহ ব্যথা দিতেছ, প্রেমের আগুন জ্বালা দিতেছে। প্রিয় বিনা এ উজ্জ্বল মন্দির অন্ধকার; অন্য দীপ এখানে সাজে না। প্রিয়তম বিনা আমার এ শয্যা বৃথাই লাগিতেছে। জাগিয়াই রাত্রি কাটাইতেছি। প্রিয়তম কবে গৃহে আসিবেন? দাদুর ডাকিতেছে, ময়ূর পাপিয়া গান করিতেছে, কোকিল ধ্বনি শুনাইতেছে। চারিদিকে ঘন-ঘটা উন্মুখ হইয়া আসিতেছে। দামিনী চমকিয়া ভয় দেখাইতেছে। নয়নে বাদল নামিয়াছে। হে স্বজনি, কি করি, কোথায় যাই; আমার এ বেদনার আগুন নিভাইবে কে? বিরহ নাগিনী আমার দেহ দংশন করিয়াছে, বিষে যে জীবন যায়। কে ঔষধ দিবে? হে স্বজনি, কে আমার আপন জন আছে যে প্রিয়তমকে আনিয়া আমার সহিত মিলন করিয়া দিবে?

ওগো মীরার প্রভু, কবে আসিয়া মিলিত হইবে? আমার মন তুমিই হরণ করিয়াছ; কখন আসিয়া তুমি হাসিয়া কথা বলিবে?

১০

মৈঁ জাণ্যো নহীঁ প্রভুকো মিলন কৈসে হোঈ রী।
আয়ে মেরে সজনা ফিরি গয়ে অঁগনা,
মৈঁ অভাগণ রহী সোঈ রী॥
নিস বাসর মোহি বিরহ সতাৱে,
কল ন পরত পল মোঈ রী।
মীরাকে প্রভু হরি অবিনাসী,
মিলি বিছুরো মতি কোঈ রী॥

১০

জানি না প্রভুর সহিত মিলন কেমন করিয়া হইবে। আমি অভাগিনী শুইয়া ছিলাম, আর প্রিয়তম আসিয়া অঙ্গন হইতে ফিরিয়া গেলেন। নিশিদিন আমাকে বিরহ জ্বালা দিতেছে, সময় যে আর কাটে না; হে মীরার প্রভু হরি অবিনাশী, একবার মিলিয়া আবার ছাড়িয়া গেলে কেন ?

১১

তুম স্থণো দয়াল ম্হারী অরজী।
ভৌসাগরমেঁ বহি জাত হূঁ,
কাঢ়ো তো থাঁরী মরজী॥
য়ো সংসার সগো নহিঁ কোঈ,
সাঁচা সগা রঘুবরজী॥
মাত পিতা অরু কুটুম্ব কবীলো,
সব মতলবকো গরজী॥
মীরাঁকী প্রভু অরজী স্থন লো,
চরণ লগাও থাঁরী মরজী॥

১১

হে দয়াল, আমার মিনতি শোন। ভবসাগরে ভাসিয়া চলিতেছি, যদি বাঁচাও, সে তো তোমারই কৃপা। এই বিপুল জগতে তো আপনার কেহই নাই, সত্য আপনার শুধু রঘুবরজী। মাতা পিতা কুটুম্ব স্বজন সকলেই নিজের গরজ লইয়া আছে।

হে মীরার প্রভু, আমার নিবেদন শোন; দয়া করিয়া তোমার পায়ে স্থান দাও।

১২

মাঈ ম্হাঁরী হরী ন বূঝী বাত।
পিংডমাঁস্যুঁ প্রাণ পাপী নিকসি ক্যুঁ নহীঁ জাত॥
রৈণ অঁধেরী বিরহ ঘেরী তারা গিণত নিস জাত।
পাট ন খোল্যা মুখা ন বোল্যা সাঁঝ ভঈ পরভাত॥
অবোলণা জুগ বীতন লাগো তো কাহে কী কুসলাত।
লে কটারী কংঠ সারূঁ করূংগী অপঘাত॥
আরণ আরণ কহি গয়ো হরী আরণহী কী বাত।
মীরা ব্যাকুল বিরহনী রে লালচ রহী লালচাত॥

১২

মাগো, হরি আমার কথা বুঝিলেন না; এ দেহ হইতে পাপী প্রাণ কেন বাহির হইয়া যায় না? রাত্রি অন্ধকার, বিরহ ঘিরিয়া আসিতেছে, তারা গণিয়াই রাত্রি কাটিতেছে; তবুও দ্বার খুলিল না, প্রিয়তম কথা বলিলেন না; এ দিকে রজনী প্রভাত হইয়া গেল। তাঁহার বাণী না শুনিয়া যুগ কাটিল, কুশল কথা আর কেন? এইবার কণ্ঠ ছিঁড়িয়া অপঘাত মৃত্যুকেই বরণ করি।

হরি তো বার বার আসিবার কথাই বলিয়া গিয়াছেন। ব্যাকুল বিরহিণী মীরা তাঁহার জন্য আকুল উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে।

১৩

দরস বিনু দুখন লাগে নৈন।
জবসে তুম বিছরে মেরে প্রভুজী,
কবহুঁ ন পায়েঁা চৈন।
সবদ সুনত মোরী ছতিয়াঁ কাংপৈ
মীঠে লাগে তুম বৈন।
এক টকটকী পংথ নিহারূঁ
ভই ছমাসী রৈন॥
বিরহ বিথা কাসুঁ কহূঁ সজনী,
বহ গঈ করবত ঐন॥
মীরাকে প্রভু কব রে মিলোগে,
দুখ মেটন সুখ দেন॥

১৩

দর্শন বিনা যে নয়ন ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে। হে প্রভু, যে দিন হইতে তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়াছ, সেই দিন হইতে আর শান্তি পাই নাই। শব্দ শুনিয়া আমার বুক কাঁপিয়া ওঠে (ভাবি বুঝি তুমি আসিলে); তোমার বাণী যে আমার মিষ্ট লাগে। এক দৃষ্টে পথের দিকে চাহিয়া আছি; এক রাত্রি যেন (তোমার বিরহে) ছয় মাসের মত দীর্ঘ বোধ হইতেছে।

হে প্রিয়তম, আমার এ বিরহ-ব্যথা কাহার কাছে বলিব? সে ব্যথা আমার বুকে করাতের ধারের মত আঘাত দিতেছে।

হে মীরার প্রভু, আমার দুঃখ দূর করিতে, আমাকে সুখ দিতে কখন আসিয়া মিলিবে?

১৪

কৈসে জিউঁ রী মাঈ
হরি বিন কৈসে জিউঁ রী ॥
উদক দাদুর পীনরত হৈ
জলসে হী উপজাঈ।
জল এক কূঁ মীন বিসরৈ
তলফন মর জাঈ ॥
পিয়া বিনা পীলী ভঈ রে
জেঁ্যা কাঠ ঘুণ খাঈ।
ঔষধ মূল ন সংচরৈ রে
বৈদ ফির জাঈ ॥
উদাসী হোয় বন বন ফিরূঁ রে
বিথা তন ছাঈ।
দাস মীরা লাল গিরধর
মিল্যা হৈ সুখদাঈ ॥

১৪

মা গো, আমি কেমন করিয়া বাঁচিব, হরি বিনা আমি কেমন করিয়া বাঁচিব? জলেই জন্ম, তাই জলেই দাদুরের স্ফূর্তি; জল ছাড়িলে মীন যে মুহূর্তও বাঁচে না। প্রিয়তম বিনা এ দেহ ক্ষীণ হইয়াছে, কাঠে যেন ঘুণ ধরিয়াছে। ঔষধ ব্যর্থ হইতেছে, বৈদ্য রোগ দূর করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যাইতেছে; উদাসী হইয়া বনে বনে ঘুরিতেছি, ব্যথা সর্বদেহে ছাইয়াছে; হে প্রিয়তম গিরিধর, মীরা তোমারই দাসী, তোমাকে পাইলেই তার ব্যথা যাইবে।

১৫

হে রী মৈঁ তো প্রেম দিৱানী,
মেরা দরদ ন জাণে কোয় ॥
সূলী উপর সেজ হমারী,
কিস বিধ সোণা হোয় ॥
গগন মঁডল পৈ সেজ পিয়াকী,
কিস বিধ মিলণা হোয় ॥
ঘায়লকী গত ঘায়ল জানৈ,
কী জিন লাঈ হোয়।
জৌহরকী গত জৌহরী জানৈ,
কী জিন জৌহর হোয় ॥
দরদকী মারী বন বন ডোলূঁ,
বৈদ মিল্যা নহিঁ কোয়।
মীরাকী প্রভু পীর মিটৈগী,
জব বৈদ সাৱঁলিয়া হোয় ॥

১৫

ওগো সখী, আমি যে প্রেমে পাগল হইয়াছি; আমার বেদনা তো কেহই জানে না। শয্যা আমার (বিরহে) শূলের মত (হইয়াছে), নিদ্রা যাই কি করিয়া? প্রিয়তমের শয্যা গগনমণ্ডলে, মিলন তবে কেমন করিয়া হইবে?

ব্যথিত যে সেই ব্যথা বোঝে, আর বোঝে সে যাহার জন্য ব্যথা। রত্নের মূল্য বোঝে জহুরী, আর যে সে রত্ন কেনে। ব্যথায় পাগল হইয়া বনে বনে ঘুরিয়া বৈদ্যকে পাই না; প্রভু যখন বৈদ্য হইবেন শুধু তখনই যে মীরার দুঃখ মিটিবে।

১৬

মৃহাঁরে ঘর আজ্যো প্রীতম প্যারা।
তুম বিন সব জগ খারা ॥
তন মন ধন সব ভেঁট করূঁ,
অওর ভজন করূঁ মৈঁ থারা ॥
তুম গুণবংত বড়ে গুণ সাগর,
মৈ হূঁ জী অওগণহারা ॥
মৈঁ নিগুণী গুণ একো নাহীঁ,
তুঝমেঁ জী গুণ সারা ॥
মীরা কহে প্রভু কবহি মিলোগে,
বিন দরসন দুখিয়ারা ॥

১৬

হে প্রিয়তম, আমার গৃহে এস; তুমি ছাড়া এ জগৎ যে বিস্বাদ লাগে। আমি তনু মন ধন সকলই (তোমার চরণে) নিবেদন করিব, আর তোমার ভজন করিব।

তুমি গুণের সাগর, গুণবান্, আমি অপগুণ লইয়া আছি; আমি গুণহীন, একটি গুণও আমার নাই; সকল গুণই তোমার।

হে মীরার প্রভু, কবে আসিয়া আমার সঙ্গে মিলিত হইবে? তোমার দর্শন বিনা আমার চিত্ত যে ব্যথিত হইয়া উঠিতেছে।

১৭

পিয়া ইতনী বিনতী স্থণ মোরী
কোঈ কহিয়ো রে জায় ॥
অওরণসূঁ রসবতিয়াঁ করত হো,
হম সে রহে চিত চোরী।
তুম বিন মেরে অওর ন কোঈ,
মৈঁ সরণাগত তোরী ॥
আরণ কহ গয়ে অজহুঁ ন আয়ে,
দিবস রহে অব থোরী ॥
মীরাকে প্রভু কবরে মিলোগে,
অরজ করূঁ কর জোরী ॥

১৭

(হে সখি,) তোমরা কেহ গিয়া (প্রিয়তমকে) বলিয়া এস ; হে প্রিয়, এই মিনতিটুকু আমার শোন ; অন্যের সহিত রসালাপে মাতিয়া আছ, আমার শুধু চিত্ত হরণ করিয়া চলিয়া গিয়াছ। তুমি বিনা, হে প্রভু, আমার যে আর কেহ নাই ; আমি তোমারই শরণাগত।

আসিবে বলিয়া চলিয়া গিয়াছ, এখনো আসিলে না ; (জীবনের) দিন যে শেষ হইয়া আসিতেছে।

হে মীরার প্রভু, কর জুড়িয়া মিনতি জানাইতেছি ; কখন আসিয়া মিলিবে বল।

১৮

দেখো সখিয়াঁ। হরি মন কাঠো কিয়ো ॥
আৱন কহিঁ গয়ো অজহুঁ ন আয়ো,
করি করি ৱচন গয়ো ॥
খান পান সুধ বুধ সব বিসরি
কৈসে করী মৈঁ জিয়ো ॥
বচন তুম্হারে তুমহিঁ বিসারে,
মন মেরো হর লিয়ো ॥
মীরা কহে প্রভু গিরধর নাগর,
তুম বিন ফটত হিয়ো ॥

১৮

দেখ সখি, হরি (আমার) মন কিরূপে ছিঁড়িয়া গিয়াছেন। আসিব বলিয়া কথা দিয়া (তিনি) গিয়াছেন, আজও আসিলেন না। অশন পান বিচার বুদ্ধি সকলই যে আমি হারাইয়াছি; বাঁচি কি করিয়া? তোমার কথা তুমিই ভুলিলে? (শুধু) আমার মন হরণ করিয়া চলিয়া গেলে!

হে প্রভু, প্রিয়তম গিরিধর, তোমা বিনা বুক যে ফাটিয়া যায়।

১৯

পিয়া অব ঘর আজ্যো মেরে,
তুম মোর হুঁ তোরে।
মৈঁ জন তেরা পংথ নিহারূঁ
মারগ চিতবত তোরে ॥
অরধ বদীতা অজহুঁ ন আয়ে,
ছুতিয়নস্যূঁ নেহ জোরে ॥
মীরা কহে প্রভু কবরে মিলোগে,
দরসন বিন দিন দোরে ॥

১৯

হে প্রিয়, আমার গৃহে এস। আমি যে তোমারই, তুমি যে আমার। আমি যে তোমার পথ চাহিয়া আছি, তোমার পথ দেখিতেছি।

যে সময় ঠিক করিয়া গিয়াছিলে সে সময় চলিয়া গেল, তুমি আজিও আসিলে না; (কোথায় বুঝি) অন্তের প্রেমে বদ্ধ হইয়া আছ?

মীরা কহে, প্রভু, কখন আসিয়া মিলিবে? তোমার দর্শন বিনা যে দিন কষ্টে কাটে।

২০

মৈঁ বিরহিন বৈঠি জাগূঁ,
জগত সব সোবৈ রী আলী।
বিরহিন বৈঠি রঁগমহলমেঁ,
মোতিয়নকী লড় পোবৈ ॥
ইক বিরহিন হম ঐসী দেখী,
অংসূবনকী মালা পোবৈ।
তারা গিঁণ গিণ রৈণ বিহানী,
সুখকী ঘড়ী কব আবৈ ॥
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর,
মিলতে বিছুড়ন জাবৈ ॥

২০

হে সখি, আমি বিরহিণী বসিয়া রাত্রি কাটাইতেছি, আর সকলেই সুপ্ত। রঙ্গমহলে বিরহিণী জাগিয়া বসিয়া মতির মালা গাঁথিতেছে; আর আমি বিরহিণী অশ্রুর হার গাঁথিতেছি। তারকা গণিয়া গণিয়া রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইতেছে; আনন্দক্ষণ কখন আসিবে? হে মীরার প্রভু, প্রিয়তম গিরধর, তুমি মিলিলে যে আমার (সকল) বিরহ দূর হইবে।

২১

প্রভুজী থেঁ কহাঁ গয়ো নেহড়ী লগায় ॥
ছোড় গয়ো বিশ্বাস সঁগাতী,
প্রেমকী বাতী বরায় ।
বিরহসমন্দমেঁ ছোড় গয়ো হো,
নেহকী নাব চলায় ॥
মীরাকে প্রভু কব রে মিলোগে,
তুম বিন রহ্যো ন জায় ॥

২১

হে প্রভু, স্নেহের বাঁধন বাঁধিয়া তুমি কোথায় চলিয়া গিয়াছ? তোমাতেই একান্ত নির্ভর স্বজনকে ত্যাগ করিয়া, প্রেমের বাতি জ্বালিয়া তুমি কোথায় গেলে? বিরহ-সাগরে আমায় ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছ, স্নেহের তরী ভাসাইয়া দিয়া; হে মীরার প্রভু, কবে আসিয়া মিলিবে? তোমাকে ছাড়িয়া যে আর থাকা যায় না।

২২

মেরে প্রীতম প্যারে রামনে,
লিখ ভেজুঁ রী পাতী ॥
স্যাম সনেসো কবহুঁ ন দীন্হো,
জান বুঝ গুঝ বাতী।
উঁচী চঢ় চঢ় পংথ নিহারূঁ
রোয় রোয় অঁখিয়াঁ রাতী ॥
তুম দেখ্যা বিন কল ন পরত হৈ,
হিয়ো ফটত মোরী ছাতী ॥
মীরাকে প্রভু কব রে মিলোগে
পূরব জনমকে সাথী ॥

২২

সখি, আমি আমার প্রিয়তমকে পত্র লিখিব। আমার সকল গোপন্ কথা জানিয়া শুনিয়াও তো তিনি আমাকে কখনই সংবাদ দিবেন না। উচ্চে (মহলের উপরে) চড়িয়া পথ দেখিতেছি, কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার আঁখি লাল হইয়া গিয়াছে।

(হে প্রিয়,) তোমাকে না দেখিলে যে শান্তি মেলে না; আমার বক্ষ যে বিদীর্ণ হইতেছে।

হে পূর্বজন্মের সাথী, মীরার প্রভু, (আর কেন বিলম্ব কর ?) কবে আসিয়া আমার সঙ্গে মিলিবে ?

২৩

পতিয়া মৈঁ কৈসে লিখুঁ,
লিখি হী ন জায় ॥
কলম ধরত মেরো কর কংপত,
হিরদো রহো ঘর্রায় ॥
বাত কহুঁ মোহিঁ বাত ন আবৈ,
নৈন রহে ঝর্রায় ।
কিস বিধ চরণকমলমেঁ গহিহোঁ,
সবহিঁ অংগ থর্রায় ॥
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর,
সবহী দুখ বিসরায় ॥

২৩

পত্র লিখি কেমন করিয়া, লেখাই যে যায় না। লেখনী ধরিতে কর কাঁপিয়া ওঠে, হৃদয় চঞ্চল হয়। কথা বলিতে যাই, কথা আসে না, নয়ন যে ভরিয়া আসে। কেমন করিয়া সে চরণ-কমলে গিয়া পড়িব? আমার সকল অঙ্গ যে কাঁপিতেছে। হে মীরার প্রভু, গিরিধর, হে প্রিয়তম, তুমি সকল দুঃখই দূর কর।

২৪

পপইয়া প্যারে,
কব কো বৈর চিতায়্যো ॥
মৈঁ সূতী ছী অপনে ভৱনমেঁ,
পিয় পিয় করত পুকায়্যো ।
দাধ্যা উপর লূণ লগায়ো,
হিবড়ে করবত সায়্যো ॥
উঠি বৈঠী বৃচ্ছকী ডালী,
বোল বোল কণ্ঠ সায়্যো ।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর,
হরি চরণাঁ চিত ধায়্যো ॥

২৪

হে প্রিয় পাপিয়া, কত দিনের শত্রুতা আজ স্মরণ করিয়া এমন করিতেছ? আমি আপনার গৃহে শয়ন করিয়া আছি, তুমি ‘প্রিয়’ ‘প্রিয়’ বলিয়া ডাকিতেছ! তোমার গান যেন* এ দগ্ধ হৃদয়ের উপর লবণ ছিটাইয়া দিতেছে, হৃদয় করাত দিয়া কাটিতেছে; বৃক্ষের শাখায় বসিয়া কণ্ঠ ছাড়িয়া এ কি গান তোমার! হে মীরার প্রভু, প্রিয়তম গিরিধর, আমি হরির চরণেই হৃদয় অর্পণ করিয়াছি।

২৫

সখী মেরী নীঁদ নসানী হো।
পিয়াকো পংথ নিহারতে,
সব রৈন বিহানী হো॥
সখিয়ন মিলকে সিখ দঈ,
মন এক ন মানী হো।
বিন দেখে কল না পরে,
জীয় ঐসী ঠানী হো॥
অংগ অংগ ব্যাকুল ভঈ,
মুখ পিয় পিয় বানী হো।
অংতর বেদন বিরহকী,
বহ পিয় ন জানী হো॥
জ্যোঁ চাতক ঘনকো রটে,
মছরী জিমি পানী হো।
মীরা ব্যাকুল বিরহনী
সুধ বুধ বিসরানী হো॥

২৫

হে সখি, আমার নিদ্রা গিয়াছে। প্রিয়তমের পথ দেখিয়া দেখিয়া রাত্রি প্রভাত হইতেছে। সখীরা মিলিয়া বুঝাইতেছে, কিন্তু মন যে একটি কথাও মানিতেছে না। তাঁহাকে না দেখিলে শান্তি মেলে না; আমার জীবন যে ইহাই স্থির করিয়া লইয়াছে। আমার প্রতি অঙ্গ ব্যাকুল হইয়াছে; মুখে শুধু "প্রিয়" "প্রিয়" এই বাণী; অন্তরে আমার বিরহের বেদনা; প্রিয়তম তাহা জানেন না। চাতক যেমন মেঘকে চায়, মৎস্য যেমন জলকে চায়, মীরা আজ তেমনি প্রিয়তমকে চাহিতেছে। ব্যাকুল বিরহিণী মীরা আজ বিচারবুদ্ধি সকলই হারাইয়াছে।

২৬

হোলী পিয়া বিন মোহিঁ ন ভাৱে,
ঘর আঁগণ ন স্থহাৱে॥
দীপক জোয় কহা করূঁ হে লী,
পিয় পরদেশ রহাৱে।
স্থণী সেজ জহর জ্যূঁ লাগে,
সুসক সুসক জিয় জাৱে।
নীঁদ নহিঁ নৈন আৱে॥
কব কী ঠাঢ়ী মৈঁ মগ জোউঁ,
নিসদিন বিরহ সতাৱে।
কহা কহূঁ কুছ কহত ন আৱে,
হিবড়ো অতি অকুলাৱে।
পিয়া কব দরস দিখাৱে॥
ঐসা হৈ কোই পরমসনেহী,
তুরত সঁদেসা লাৱে।
বা বিরিয়াঁ কব হোসী মোকূঁ,
হঁস কর নিকট বুলাৱে।
মীরা মিল হোলী গাৱে॥

২৬

প্রিয় বিনা হোলী আমার ভাল লাগে না; তিনি ছাড়া এ গৃহ অঙ্গনের শোভা হয় না। হে সখি, দীপ জ্বালিয়া কি করিব, আমার প্রিয়তম যে বিদেশে। এ শূন্য শয্যা বিষের মত লাগে, যেন (বিষ) শুষিয়া শুষিয়া প্রাণ নাশ করিতেছে; নয়নে যে নিদ্রা আসে না।

কতদিন আমি দাঁড়াইয়া পথের দিকে চাহিয়া আছি; নিশিদিন বিরহ ব্যথা দিতেছে। কি বলিব, কথা যে আসে না, হৃদয় যে অতি ব্যাকুল হইয়াছে। প্রিয়তম কবে দর্শন দিবেন? এমন কি স্নেহময় কেহ আছে যে অবিলম্বে প্রিয়তমের সংবাদ আনিয়া দিবে? সে সময় কবে আমার হইবে, যেদিন (প্রিয়তম) হাসিয়া আমাকে কাছে ডাকিয়া লইবেন, মীরার সহিত মিলিয়া হোলী গান করিবেন?

২৭

থাঁনে কাঈঁ কাঈঁ কহ সমঝাউঁ
মৃহারা বালা গিরধারী।
পূরব জনমকী প্রীতি হমারী
অব নহিঁ জাত নিবারী॥
সুঁদর বদন জোৱতে সজনী
প্রীত ভঈছে ভারী।
মৃহারে ঘের পধারো গিরিধর
মংগল গাৱৈ নারী॥
মোতী চৌক পূরাউঁ বালা
তন মন তোপর ৱারী।
মৃহারে সগপণ তোসূঁ সাঁৱলিয়া
জুগ সনেহী বিচারী॥
মীরাঁ কহে গোপিন কী বালা
হমসূঁ ভয়ে ব্রহ্মচারী।
চরণ সরণ হৈ দাসী তুমৃহারী
পলক ন কীজৈ ন্যারী॥

২৭

হে মোর প্রিয়, তোমাকে কি বলিয়া বুঝাই? আমার পূর্বজন্মের এ প্রীতি, ইহাকে যে নিবারণ করিতে পারি না। হে স্বজনি, সে সুন্দর অঙ্গ দেখিয়া আমার মন যে ডুবিয়াছে। হে প্রভু, এস আমার গৃহে; (তুমি আসিলে) নারীর মঙ্গলগীতে গৃহ পূর্ণ হইবে। হে প্রিয়তম, তোমার আগমনে আমি মুক্তার আলপনা দিব; এ দেহমন তোমাকেই অর্পণ করিব।

তোমার প্রতি আমার এ প্রেম, এ যে যুগযুগান্তের। মীরা কহে, হে গোপী-প্রিয়, আমার বেলাতেই তুমি চির-কুমার হইলে? তোমার দাসী যে তোমার চরণই শরণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, আর বিলম্ব করিও না।

২৮

মতবারো বাদল আয়ো রে,
হরিকো সঁদেসো কুছ নহিঁ লায়ো রে
দাছুর মোর পপিহিয়া বোলৈ,
কোয়ল সবদ সুনায়ো রে।
কারী অঁধিয়ারী বিজলী চমকে,
বিরহিন অতি ডর পায়ো রে॥
গাজৈ বাজৈ পবন মধুরিয়া,
মেহা অতি ঝড় লায়ো রে।
ফুঁকে কালী নাগ বিরহকী জারী,
মীরাঁ মন হরি ভায়ো রে॥

২৮

মত্ত বাদল আসিয়াছে, কিন্তু হরির সংবাদ কিছুই আসিল না। দাদুর ময়ূর পাপিয়া ডাকিতেছে; কোকিল গান করিতেছে; চারিদিক নিবিড় অন্ধকার, বিজলী চমকিতেছে; বিরহিনী ভয়াতুরা হইয়া উঠিতেছে। শীতল পবন সশব্দে বহিতেছে, মেঘ বর্ষণ করিতেছে; কালীয় নাগ যেন বিরহের জ্বালা উদ্গার করিতেছে।

আজ মীরার মন হরি-অনুরাগিণী হইয়াছে।

২৯

চিতনন্দন বিলমাঈ,
বদরা নে ঘেরী মাঈ ॥
ইত ঘন লরজে উত ঘন গরজে,
চমকত বিজ্জু সবাঈ।
উমড় ঘুমড় চহুঁ দিসসে আয়ো,
পবন চলে পুরবাঈ ॥
বিরহনে তেরে প্রাণ জ্বলত হৈ
দগধ বেলী সিচাঈ।
প্রাণ রহত মোকো দরসন দীজে
প্রাণ রখো চরণাঈ ॥

২৯

ওগো মা, চিতনন্দন যে বড় বিলম্ব করিতেছেন। চারি দিকে বাদল ঘিরিয়া আসিতেছে; এদিকে মেঘ গর্জন করিতেছে, ওদিকে মেঘ গর্জন করিতেছে; বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিতেছে; চারিদিকে মেঘ ভরিয়া আসিতেছে। আর্দ্র পূর্ববায়ু বহিতেছে।

হে নাথ, তোমার বিরহে প্রাণ যে জ্বলিয়া গেল। এ দগ্ধ লতাকে করুণাবারি সিঞ্চনে বাঁচাও; প্রাণ থাকিতে আমাকে দর্শন দাও। (প্রভু) তোমার চরণে এ প্রাণ রাখ।

৩০

সুনী মৈঁ হরি আরনকী আরাজ।
মহল চঢ়ি জোউঁ মোরী সজনী,
কব আরে মহারাজ॥
দাদুর মোর পপীহা বোলৈ,
কোইল মধুর সাজ।
উমগ্যো ইন্দ্র চহুঁ দিস বরসে,
দামিন ছোড়্যো লাজ॥
ধরতী রূপ নবা নবা ধরিয়া,
ইন্দ্র মিলনকে কাজ।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর,
বেগ মিলো মহারাজ॥

৩০

আমি হরির আগমন ধ্বনি শুনিতেছি। হে সজনি, আমি প্রাসাদ-শিখরে উঠিয়া দেখিতেছি কখন মহারাজ আসিবেন। দাদুর ময়ূর ডাকিতেছে, পাপিয়া গান করিতেছে, কোকিল মধুর উৎসব করিতেছে। উন্মুখ মেঘ চারিদিকে বর্ষণ করিতেছে। আজ দামিনী লজ্জা ত্যাগ করিয়াছে (কুলবধূরা যেমন লজ্জা ত্যাগ করিয়া বাতায়ন পথে বার বার উঁকি মারিয়া দেখে তেমনি)। ধরিত্রী আজ প্রভুর মিলনের জন্য নব নব রূপ ধারণ করিয়াছে। হে মীরার প্রভু, প্রিয়তম গিরিধর, হে মহারাজ, শীঘ্র আসিয়া তোমার দাসীর সহিত মিলিত হও।

৩১

বরসে বদরিয়া সাবনকী,
সাবনকী মন ভাবনকী।
সাবনমেঁ উমগ্যো মেরী মনবা
ভনক সুনী হরি আবনকী॥
উমড় ঘুমড় চহুঁ দিসসে আয়ো,
দামিন দমকে ঝর লাবনকী।
নন্হীঁ নন্হীঁ বুঁদন মেহা বরসে,
সীতল পবন সোহাবনকী॥
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর,
আনংদ মংগল গাবনকী।

৩১

শ্রাবণের বাদল বর্ষণ করিতেছে ; শ্রাবণের এ মেঘগর্জনে আমার মন ভরিয়া উঠিতেছে। আজ শ্রাবণে মন আমার উন্মুখ হইয়া প্রিয়তমের আগমনের ধ্বনি শুনিতেছে। চারিদিকে মেঘ ভরিয়া আসিয়াছে, দামিনী চমকিতেছে, ঝড় আসিবে। অল্প অল্প বারি বর্ষণ হইতেছে, শীতল বায়ু অঙ্গে স্নেহ স্পর্শ বুলাইয়া দিতেছে। মীরার প্রভু প্রিয়তম গিরিধর, তাই মীরা আজ আনন্দ মঙ্গল গান করিতেছে।

৩২

তুম আজ্যো জী রামা,
আরত আস্যাঁ সামা।
তুম মিলিয়াঁ মৈঁ বহু সুখ পাউঁ
সরৈ মনোরথ কামা॥
তুম বিচ হম বিচ অংতর নাহীঁ,
জৈসে সুরজ ঘামা।
মীরাকে মন অওর ন মানৈ,
চাহে সুংদর স্যামা॥

৩২

হে প্রিয়তম, তুমি এস, তোমাকে অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া লইব। তোমার মিলনে যে আমি পরম আনন্দ পাই; তুমি আসিলে সকল মনোরথ আমার পূর্ণ হইবে। তোমার আমার মধ্যে কোন অন্তর তো নাই; আমরা যেন সূর্য তাহার জ্যোতি। মীরার মন আর কিছুতেই মানে না, চাহে শুধু সুন্দর প্রিয়তমকে (শ্যামকে)।

৩৩

মেহা বরসিবো করে রে,
আজ তো রমিয়ো মেরে ঘরে রে।
নান্হীঁ নান্হীঁ বূঁদ মেঘ ঘন বরসে,
সুখসরবর ভরে রে॥
বহুত দিনা পৈ পীতম পায়ো,
বিছুরণকো মোহিঁ ডর রে।
মীরা কহে অতি নেহ জুড়ায়ো,
মৈঁ লিয়ো পুরবলী বর রে॥

৩৩

মেঘ বর্ষণ করিতেছে; আজ প্রিয়তম আমার গৃহে। ঘন মেঘ হইতে অল্প অল্প জল পড়িতেছে, সুখসায়র পূর্ণ হইয়াছে। বহুদিন পরে আজ প্রিয়তমকে পাইয়াছি; তাই তাঁহাকে হারাই হারাই ভয় হইতেছে।

মীরা কহে, প্রভু, আমার পরম প্রেমতৃষ্ণা মিটাইয়াছ। আমার পূর্বজন্মের স্বামীকে আমি (আজ) পাইয়াছি।

৩৪

চিতনন্দন আগে মাচূঁংগী ॥
নাচ নাচ পিয়তম হিঁ রিঝাউঁ,
প্রেমী জনকো জাচুংগী ॥
প্রেম প্রীতকা বাঁধ ঘুংঘরা,
সুরতকী কছনী কাছুংগী।
লোক লাজ কুলকী মরজাদা,
য়া মৈঁ এক ন রাখুংগী ॥
পিয়াকে পলংগা জা পৌঢ়ুংগী,
মীরা হরিরংগ রাচুংগী ॥

৩৪

আমি চিত্তনন্দনের সম্মুখে নাচিব। নাচিয়া নাচিয়া আমি প্রিয়তমকে আনন্দ দিব, আর তাঁহার প্রেম ভিক্ষা করিয়া লইব। প্রেম প্রীতির নূপুর বাঁধিয়া আমি অনুরাগের বসন পরিব।

লোকলজ্জা, কুলের মর্যাদা, আমি আর রাখিব না; এবার আমি প্রিয়তমের শয্যায় আশ্রয় লইব। মীরা এ[illegible] হরির রঙ্গ কীর্তন করিবে।

৩৫

রাম রতন ধন পায়ো মৈয়া,
মৈঁ তো রাম রতন ধন পায়ো ॥
খরচে ন খুটে রাকুঁ চোর ন লুটে,
দিন দিন হোত সবায়ো।
নীর ন ডুবে রাকুঁ অগ্নি ন জালে,
ধরণী ধর্য্যো ন সমায়ো ॥
নামকী নাব ভজনকী বতিয়াঁ,
ভবসাগরমেঁ তার্য্যো।
মীরাঁবাঈ প্রভু গিরধর শরণে,
চরণ কমল চিত লায়ো ॥

৩৫

মাগো, আমি রাম রতন ধন পাইয়াছি। আমি তো রাম রতন ধন পাইয়াছি। এ ধন আমার খরচ হয় না, চোরে চুরি করে না; দিন দিন ইহা বাড়িয়াই চলে। আমার এ ধন জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না; ইহা এতই বড় যে ধরণী ধরিয়াও ধরিয়া উঠিতে পারে না। ভজনের প্রদীপ, নামের তরী আমাকে ভবসাগর পার করিল। হে প্রভু গিরিধর, মীরা তোমার শরণ লইয়াছে; তোমার চরণকমলে তাহার চিত্ত আনিয়াছে।

৩৬

হরিগুণ গাবত নাচুংগী ॥
অপনে মংদিরমেঁ বৈঠ বৈঠকর
গীতা ভাগবত বাচুংগী ॥
গ্যান ধ্যানকী গঠরী বাঁধ কর
হরিজন সংগ মৈঁ লাগুংগী ॥
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর
সদা প্রেমরস চাখুংগী ॥

৩৬

(আমি এবার) হরিগুণ গাহিয়া গাহিয়া নাচিব; আর আমার মন্দিরে বসিয়া গীতা ভাগবত পাঠ করিব। জ্ঞান ও ধ্যান হইবে আমার সম্পদ, আর হরিজন হইবে আমার সঙ্গ। হে মীরার প্রভু, গিরিধর নাগর, আমি নিত্য তোমার প্রেমরস আস্বাদন করিব।

৩৭

জ্যুঁ অমলীকে অমল অধারা,
যুঁ রমৈয়া প্রাণ হমারা।
কোঈ নিন্দৈ বন্দৈ দুখ পাবৈ,
মোকুঁ তো রমৈয়া ভাবৈ॥

৩৭

মন্তপের কাছে মদ যেমন প্রিয়, প্রিয়তম তেমনি আমার কাছে প্রিয়; তিনি আমার প্রাণ। কেহ নিন্দা করে, কেহ বা বন্দনা করে, কেহ বা (আমি তাঁহাকে ভালবাসি বলিয়া) দুঃখ পায়; কিন্তু আমার প্রিয়তম আমাকে মুগ্ধ করিয়াছেন।

৩৮

ম্হাঁরো জনম মরণকো সাথী
থাঁনে নহিঁ বিসরুঁ দিনরাতী॥
তুম দেখ্যা বিন কল ন পড়ত হৈ,
জানত মেরী ছাতী।
উঁচী চঢ় চঢ় পংথ নিহারুঁ,
রোয় রোয় অঁখিয়া রাতী॥
য়ো সংসার সকল জগ ঝুঁঠো,
ঝুঁঠা কুলরা নাতী।
দোউ কর জোড়্যাঁ অরজ করত হূঁ
সুণ লীজ্যো মেরী বাতী॥
পল পল তেরা রূপ নিহারুঁ
নিরখ নিরখ সুখ পাতী।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর
হরিচরণাঁ চিত রাতী॥

৩৮

আমার জন্ম মরণের সাথী, তোমাকে আমি দিনরাত্রি কখনও ভুলিব না। আমার হৃদয় জানে যে তোমাকে না দেখিলে সময় কাটে না। উচ্চে (প্রাসাদশিখরে) উঠিয়া তোমার পথ চাহিয়া দেখি; কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার আঁখি লাল হইয়া উঠিয়াছে।

এ জগৎ সংসার সকলই মিথ্যা; কুল মিথ্যা, আত্মীয় স্বজন সকলই মিথ্যা। দুই কর জুড়িয়া মিনতি করিতেছি, আমার কথা শোন। অনুক্ষণ তোমার রূপ দেখিয়া যে আমি আনন্দ পাই। হে মীরার প্রভু, প্রিয়তম গিরিধর, তোমার চরণে আমার চিত্ত অনুরক্ত হইয়াছে।

৩৯

মেরে তো গিরধর গোপাল দুসরা ন কোঈ।
জাকে শির মোর মুকুট মেরো পতি সোঈ॥
তাত মাত ভ্রাত বংধু অপনো নহিঁ কোঈ।
ছোড় দই কুলকী কান, ক্যা করেগা কোঈ॥
সংতন ঢিগ বৈঠি বৈঠি লোক লাজ খোঈ।
অঁসুবন জল সীঁচ সীঁচ প্রেম বেল বোঈ॥
অব তো বেল ফৈল গঈ আনংদ ফল হোঈ।
ভগত দেখ রাজী হুই জগত দেখ রোঈ।
দাসী মীরা লাল গিরধর তারো অব মোঈ॥

৩৯

আমার তো আছেন শুধু গিরিধারী গোপাল, আর কেহ নাই। যাঁহার মাথায় ময়ূরের মুকুট তিনিই আমার পতি। পিতা মাতা ভাই বন্ধু আমার আপনার কেহই নয়। আমি কুল মর্যাদা ত্যাগ করিয়াছি, আর কে আমার কি করিবে? সাধুদের সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া লোক লজ্জা আমি দূর করিয়াছি। অশ্রুজল সিঞ্চন করিয়া করিয়া প্রেমলতা রোপণ করিয়াছি। আজ তো লতায় ফুল ধরিয়াছে, আনন্দ ফল হইয়াছে। আমাকে দেখিয়া ভক্ত মুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু জগৎ কাঁদিতেছে। হে প্রিয়তম গিরিধর, মীরা তোমার দাসী; এবার আমাকে ত্রাণ কর।

৪০

মৈঁ তো ম্‌হারা রমৈয়ানে
দেখবো করূঁ রী।
তেরো হী উমরণ তেরো হী সুমরণ
তেরো হী ধ্যান ধরূঁ রী॥
জহাঁ জহাঁ পাঁব ধরো ধরণী পর,
তহাঁ তহাঁ নিরত করূঁ রী॥
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর,
চরণাঁ লিপট পরূঁ রী॥

৪০

হে সখি, আমি তো আমার প্রিয়তমকে দেখিবই। (হে প্রিয়তম,) তোমার স্মরণ, তোমার ধ্যানেই আমি নিযুক্ত থাকিব। ধরণীর উপর যেখানে তোমার পদচিহ্ন পড়িবে সেইখানেই নিত্য তীর্থ করিব। হে মীরার প্রভু, প্রিয়তম গিরিধর, আমি তোমার চরণেই লগ্ন হইয়া থাকিব।

৪১

ম্‌হাঁনে চাকর রাখো জী,
সাঁবরিয়া ম্‌হাঁনে চাকর রাখো জী ॥
চাকর রহস্যূঁ বাগ লগাস্যূঁ, নিত উঠি দরসন পাস্যূঁ।
বৃংদাবনকী কুংজ গলিনমেঁ, তেরী লীলা গাস্যূঁ ॥
চাকরীমেঁ দরসণ পাউঁ, সুমিরণ পাউঁ খরচী।
ভাব ভগতি জাগীরী পাউঁ তিনো বাতাঁ সরসী ॥
হরে হরে সব বাগ লগাউঁ বিচ বিচ রাখূঁ বারী।
সাঁবরিয়াকে দরসণ পাউঁ পহির কুসুম্মী সারী ॥
জোগী আয়া জোগ করণ কূঁ, তপ করণে সন্ন্যাসী।
হরী ভজন কূঁ সাধূ আয়া, বৃংদাবনকে বাসী ॥
মীরাকে প্রভু গহির গঁভীরা, হৃদ রহো জী ধীরা।
আধী রাতে প্রভু দরসণ দৈহেঁ প্রেম নদীকে তীরা ॥

৪১

প্রভু, আমায় চাকর রাখ; হে প্রিয়তম, আমাকে তোমার চাকর করিয়াই রাখ। চাকর হইয়া তোমার বাগান রচনা করিব; নিত্য (প্রভাতে) উঠিয়া তোমার দর্শন লাভ করিব, আর বৃন্দাবনের প্রতি কুঞ্জে পথে পথে তোমার লীলা গান করিব। আমার এ চাকরীতে আমি তোমার দর্শন পাইব, তোমার স্মরণ আমার বেতন হইবে, আর পাইব ভাব ভক্তি সম্পদ; এ তিনই আমার পরম লাভ।

তোমার জন্য আমি শ্যামল বন রচনা করিব, তাহাতে মধ্যে মধ্যে কুঞ্জ রাখিব; সেইখানে কুসুমিত সাড়ী পরিয়া আমার প্রিয়তমের দর্শন লাভ করিব। তোমার বৃন্দাবনে যোগী আসিয়াছে যোগ করিতে, সন্ন্যাসী আসিয়াছে তপস্যা করিবার জন্য; আর হরি ভজন করিবার জন্য সাধু আসিয়াছে। মীরার প্রভু যে গভীর ও গম্ভীর, ওরে অধীর হৃদয় ধৈর্য ধর। অর্ধ রাত্রে প্রভু তাঁহার প্রেমনদীর তীরে তোমাকে দর্শন দিবেন।

৪২

জো তুম তোড়ো পিয়া মৈঁ নহিঁ তোড়ুঁ ।
তোরী প্রীত তোড়ী প্রভু কিণ সংগ জোড়ুঁ ॥
তুম ভয়ে তরুবর মৈঁ ভঈ পঁখিয়া ।
তুম ভয়ে সরবর, মৈঁ তেরী মছিয়াঁ ॥
তুম ভয়ে গিরিবর মৈঁ ভঈ চারা ।
তুম ভয়ে চংদা, হম ভয়ে চকোরা ॥
তুম ভয়ে মোতী প্রভু হম ভয়ে ধাগা ।
তুম ভয়ে সোনা, হম ভয়ে সুহাগা ॥
বাঈ মীরাকে প্রভু, ব্রজকে বাসী ।
তুম মেরে ঠাকোর, মৈঁ তেরী দাসী ॥

৪২

হে প্রিয়, তুমি (এ বন্ধন) ছিঁড়িতে পার, আমি ছিঁড়িব না। তোমার প্রীতির ডোর ছিঁড়িয়া আর কাহার সঙ্গে বাঁধিব? তুমি তরুবর, আমি তাহাতে পাখী; তুমি যে সরোবর, আমি (তাহাতে) মৎস্য; তুমি চাঁদ, আমি তোমার চকোর। তুমি, হে প্রভু, মুক্তা, আমি সূতা। তুমি আমার সোনা, আমি তোমার সোহাগা। হে ব্রজের বাসী, মীরার প্রভু, তুমি আমার ঠাকুর, আমি তোমার দাসী।

৪৩

অব তো নিভায়াঁ বনেগা,
বাঁহ গহেকী লাজ।
সমরথ সরণ তুম্হারী সাঁইয়াঁ
সরব সুধারণ কাজ॥
ভবসাগর সংসার অপরবল
জামেঁ তুম হো জহাজ।
নিরধারা আধার জগতগুরু
তুম বিন হোয় অকাজ॥
জুগ জুগ ভীর হরী ভক্তনকী
দীন্হীঁ মোচ্ছ সমাজ॥
মীরা সরণ গহী চরণনকী
পেজ রখো মহারাজ॥

৪৩

এখন তো তোমাকে শেষ রক্ষা করিতেই হইবে, কারণ একবার যে তুমি আমার হাত ধরিয়াছ।

হে শরণ, হে শক্তিমান, সকলকে উদ্ধার করাই তোমার কাজ। এই সংসার, এই ভবসাগর, ইহার পার নাই; তাহাতে তুমিই একমাত্র তরী। হে জগতের গুরু, আধার-হীনের তুমিই আধার। তুমি বিনা সকল কাজই অকাজ হইয়া দাঁড়ায়। যুগে যুগে তুমিই ভক্তের সহায় হইয়াছ, সমাজকে মুক্তি দিয়াছ।

হে মহারাজ, মীরা তোমার শরণ লইয়াছে, তোমার চরণে তাহাকে স্থান দাও।

৪৪

মৈঁ গিরধরকে ঘর জাউঁ ॥
গিরধর ম্হাঁরো সাঁচো প্রীতম দেখত রূপ লুভাউঁ।
রৈণ পড়ে তব হী উঠি জাউঁ ভোর ভয়ে উঠি আউঁ।
জো পহিরাবৈ সোঈ পহিরূঁ জো দে সোঈ খাউঁ ॥
জহাঁ বৈঠাবে তিতহী বৈঠূঁ বেচে তো বিক জাউঁ।
মেরী উণকী প্রীত পুরাণী, উন বিন পল ন রহাউঁ ॥
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর বারবার বলি জাউঁ ॥

৪৪

আমি গিরিধরের ঘরে যাইব, তিনিই তো আমার সত্য প্রিয়তম; তাঁহার রূপে আমার মন মুগ্ধ। সন্ধ্যা নামিবে আর আমি তাঁহার ঘরে যাইব, আর ভোর হইলেই উঠিয়া আসিব। তিনি আমায় যে বেশ পরিতে দিবেন তাহাই পরিব, যে অন্ন দিবেন তাহাই খাইব। যেখানে বসিতে বলিবেন সেখানেই বসিব। যদি তিনি আমায় বিকাইয়া দেন খুশী হইয়া বিকাইয়া দিব।

তাঁহার সহিত আমার প্রেম যে অনেক দিনের পুরাতন। তাঁহাকে ছাড়িয়া মুহূর্তও থাকিতে পারি না। মীরার প্রভু, হে গিরিধর নাগর, বার বার তোমার কাছে নিজেকে বলি দিব।

৪৫

পিয়া ম্হাঁরে নৈণাঁ আগে রহজ্যো জী।
নৈণাঁ আগে রহজ্যো
ম্হাঁনো ভূল মত জাজ্যো জী॥
ভৌসাগরমেঁ বহী জাত হূঁ
বেগ ম্হাঁরী সুধ লীজ্যো জী।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর,
মিল বিছুড়ন মত কীজ্যো জী॥

৪৫

হে প্রিয়তম, আমার আঁখির আগে দাঁড়াও। আমার আঁখির আগে দাঁড়াও, আমাকে ভুলিয়া যাইও না। এ ভবসাগরে বহিয়া যাইতেছি, শীঘ্র আসিয়া আমার সংবাদ লও। হে মীরার প্রভু, প্রিয়তম গিরিধর, একবার মিলিয়া আবার যেন ছাড়িয়া যাইও না।

৪৬

হো জী মহারাজ ছোড় মত জ্যাজো ॥
মৈঁ অবলা বল নাহিঁ গুসাঈঁ
তুমহিঁ মেরে সিরতাজ।
মৈঁ গুণহীন গুণ নাহিঁ গুসাঈঁ
তুম সমরথ মহারাজ ॥
রাবলী হোই কে কিনরে জাউঁ,
তুম হৌ হিরড়ারো সাজ
মীরাকে প্রভু অওর ন কোঈ
রাখো অব কো লাজ ॥

৪৬

হে মহারাজ, আমায় ছাড়িয়া যাইও না। আমি অবলা, প্রভু (গোস্বামী), আমার কোন বল নাই; তুমিই আমার মাথার মুকুট। আমি গুণহীন, হে প্রভু, আমার কোন গুণ নাই, তুমি সকল গুণের আকর। আমি তোমার; তোমার হইয়া আর কাহার কাছে যাইব? তুমিই আমার হৃদয়ের ভূষণ। মীরার প্রভু তো আর কেহই নয়, (তবে) তুমিই এবার আমার লজ্জা রাখ।

৪৭

রমৈয়া মৈঁ তো থাঁরে রংগ রাতী ॥
আওরনকে পিয়া পরদেস বসত হৈঁ
লিখ লিখ ভেজৈঁ পাতী।
মেরে পিয়া মেরে রিদে বসত হৈঁ,
গুংজ করূঁ দিন রাতী ॥
চুরা চোলা পহির সখী রী,
মৈঁ ঝুরমুট রমরা জাতী।
ঝুরমুটমেঁ মোহিঁ মোহন মিলিয়া,
খেলূঁ মিলি গল বাহীঁ ॥
অওর সখী মদ পী পী মাতী,
মৈঁ বিন পীয়াঁ হী মাতী।
প্রেমভটীকো মৈঁ মদ পীয়ো
ছকী ফিরূঁ দিন রাতী ॥
সুরত নিরতকো দিবলা সঁজায়ো
মনসা পূরণ বাতী।
অগমঘাণিকো তেল সিঁচায়ো ·
বার রহী দিন রাতী ॥
দাসী মীরাকে প্রভু গিরধর,
হরিচরণাঁ চিত লাতী ॥

৪৭

হে প্রিয়তম, আমি তো তোমার রঙ্গে রঞ্জিত হইয়াছি। অন্যের প্রিয় বিদেশে থাকে, তাহাকে পত্র লিখিতে হয়; আমার প্রিয়ের আসন হৃদয়েই, দিন রাত্রি আমি তাঁহারই সঙ্গে আলাপ করিতেছি। প্রেমে রাঙ্গা চেলী পরিয়া, হে সখি, আমি ঝুরমুট খেলিতে যাই; ঝুরমুটে আমি প্রিয়তমের সাক্ষাৎকার পাই, তাঁহার গলায় হাত দিয়া খেলা খেলি। সখি, অন্যে মদ খাইয়া মাতাল হয়, আমি বিনা মদেই মাতাল। আমি প্রেমের ভাঁটির মদ পান করিয়া মাতাল হইয়া দিন রাত্রি ঘুরিয়া বেড়াই। আমি যে নিত্য স্মরণের দীপ জ্বালিয়া মনকে বাতি করিয়া অগম ঘানির (প্রেম) তৈল সিঞ্চন করিয়াছি; সে দীপ দিনরাত্রি জ্বলিতেছে।

দাসী মীরার প্রভু, হে গিরিধর, আমি হরিচরণে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছি।

৪৮

ফাগুণকে দিন চার রে,
হোলি খেল মনা রে ॥
বিন করতাল পখারজ বাজৈ,
অনহদকী ঝনকার রে।
বিন সুর রাগ ছত্তিসূঁ গাবৈ,
রোম রোম রংগ সার রে ॥
শীল সংতোষকী কেসর ঘোলী,
প্রেম প্রীত পিচকার রে।
উড়ত গুলাল লাল ভয়ে বাদল,
বরসত রংগ অপার রে ॥
ঘটকে সব পট খোল দিয়ে হৈ
লোক লাজ সব ডার রে।
হোলী খেল প্যারী পিয়া ঘর আয়ে,
সোঈ প্যারী পিয় প্যার রে ॥
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর,
চরণকমল বলিহার রে ॥

৪৮

ফাল্গুন যে শেষ হইতে চলিল, দিন চারেক আর আছে; হে আমার মন, বসন্ত উৎসব কর। করতাল, পাখোয়াজ নাই, তবুও অনাহতের ঝঙ্কার উঠিয়াছে, স্বর নাই, তবুও ছত্রিশ রাগের ঝঙ্কার চলিয়াছে; আমার প্রতি রোম পুলকে ভরিয়া উঠিতেছে।

শীল সন্তোষের কেশর গুলিয়া, প্রেমপ্রীতির পিচকারী করিয়াছি। গুলাল (রং) উড়িতেছে যেন বাদল নামিয়াছে; অপার আনন্দ ঝরিয়া পড়িতেছে। আজ আমি হৃদয়ের সকল আবরণ উন্মোচন করিয়া দিয়াছি, লোক লজ্জা সকলই ত্যাগ করিয়াছি।

হোলী খেল, প্রিয়তম গৃহে আসিয়াছেন; সেই প্রিয়তমকে, হে প্রিয়, আদর করিয়া লও।

হে মীরার প্রভু, প্রিয়তম গিরিধর, বলিহারি তোমার চরণকমলের।

৪৯

সখী রী মৈঁ তো গিরধরকে রংগ রাতী ॥
পঁচরংগ মেরা চোলা রংগা দে,
মৈঁ ঝুরমুট খেলন জাতী।
ঝুরমুটমেঁ মেরা সাঈঁ মিলেগা,
খোল মিলি তন গাতী ॥
চংদা জায়গা সূরজ জায়গা,
জায়গী ধরণ অকাসী।
পবন পাণী দোনোঁ হী জায়গা
অটল রহে অবিনাশী ॥
সুরত নিরতকা দিবলা সঁজোলে,
মনসাকী করলে বাতী।
প্রেম হটীকা তেল মঁগালে,
জলা করে দিন রাতী ॥
পীহর বসূঁ ন বসূঁ সাস ঘর,
সতগুরু সবদ সঁগাতী।
না ঘর মেরা না ঘর তেরা, মীরা হরি রংগ রাতী ॥

৪৯

হে সখি, আমি তো প্রিয়তমের রঙে নিজেকে রঙাইয়াছি। পাঁচ রঙে আমার চেলি রঙাইয়া দাও, এবার আমি ঝুরমুট খেলিতে যাই। ঝুরমুট খেলায় আমার স্বামীকে পাইব, তখন এ দেহের আবরণ ছাড়িয়া আমি তাঁহার সঙ্গে মিলিব। তখন চন্দ্র যাইবে, সূর্য যাইবে, ধরণী, আকাশ সকলই যাইবে; পবন, জল দুইই যাইবে, থাকিবেন শুধু অবিনশ্বর স্বামী। নিত্য স্মরণকে দীপ করিয়া লও, মন হইবে বাতি, প্রেমের হাট হইতে তেল আনিয়া জ্বালাও, সে প্রদীপ দিনরাত জ্বলিবে।

আমি আমার বাপের বাড়িতেও থাকি না, শ্বশুরের ঘরেও থাকি না, আমার সদ্‌গুরুর যে উপদেশ তাহাই আমার বন্ধু।

সখি, আমারও ঘর নাই, তোমারও ঘর নাই। মীরা হরির রঙ্গেই রঙ্গিয়া আছে।

৫০

সাজন সুধ জ্যোঁ জানে ত্যোঁ লীজে হো।
তুম বিন মেরে অওর ন কোঈ
কৃপা রাবরী কীজে হো॥
দিবস ন ভুখ রৈন নহি নিদ্রা
য়োঁ তন পল পল ছিজো হো।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর
মিল বিছুড়ন নহি কীজে হো॥

৫০

হে প্রিয়, যদি আমাকে শুদ্ধ জানিয়া থাক তবে আমাকে তুলিয়া লও। তুমি ছাড়া যে আমার আর কেহ নাই; কৃপা করিয়া আমাকে আপনার করিয়া লও। দিবসে মুখে অন্ন রোচে না, রাত্রে নয়নে নিদ্রা নাই। পলে পলে প্রাণ যাইতেছে। হে মীরার প্রভু, গিরিধর নাগর, একবার মিলিয়া আর আমায় ছাড়িয়া যাইও না।

পরিশিষ্ট

বর্তমান গ্রন্থরচনায় যে সকল গ্রন্থ হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে তাহাদের তালিকা—

মীরাবাঈকী শব্দাবলী (হিন্দী) বেলভেডিয়র প্রেস, এলাহাবাদ।

মীরাবাঈকে ভজন	"	বৈজনাথপ্রসাদ, কাশী।
মীরাবাঈকে পদ্য সংগ্রহ	"	সাহিত্য ভবন, প্রয়াগ।
মীরাবাঈকে ভজন	"	ভার্গব পুস্তকালয়, কাশী।
শ্রীমীরাঁলীলা	"	সরসমাধুরীশরণ, জয়পুর।
মীরাবাঈকে ভজন	"	পণ্ডিত ঈশ্বরীপ্রসাদ রামচন্দ্র, মেরঠ।
মহিলা মৃদুবাণী	"	মুন্সী দেবীপ্রসাদ, যোধপুর।
মীরাবাঈকা জীবনচরিত্র	"	" "
" "	"	কার্তিকপ্রসাদ খত্রী, কাশী।
ভক্তমাল	"	নাভাজী (প্রিয়দাসজীর টীকা সহিত)
কবিতাকৌমুদী (১ম ভাগ)	"	রামনরেশ ত্রিপাঠী।

মীরাঁনু জীবন চরিত্র (গুজরাতী) কবি নর্মদাশঙ্কর।

গুর্জর সাক্ষর জয়ন্তী	"	সস্তু সাহিত্যবর্ধক কার্যালয়, আহমেদাবাদ।
বৃহৎ কাব্যদোহন	"	ইচ্ছারাম দেশাই, বোম্বাই।
মীরাবাঈ	"	ভানুসুখরাম নির্গুণরাম মেহতা, বরোদা।

মীরাবাঈ (বাংলা) স্বামী ভূমানন্দ, কলিকাতা।

মীরাবাঈভজনভাণ্ডার (মারাঠী) গোবিন্দরাও মোরোবা কার্লেকর, বোম্বাই।

Milestones in Gujrati Literature—
K. M. Jhaveri.

Mirabai—Law Journal Press, Allahabad.

Mirabai—S. S. Mehta, Bombay.

Mirabai—A. N. Basu—Geo. Allen & Unwin, London.

Mirabai—Nalini Mohan Sanyal—
Ram Narayan Lal, Allahabad.

কাশী নাগরীপ্রচারিণী পত্রিকা, সরস্বতী, মাধুরী, সুধা, কল্যাণ, সাহিত্য (গুজরাতী), Indian Antiquary প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত নানা প্রবন্ধ।

মুদ্রিত গ্রন্থগুলি ছাড়াও লেখকের নিকট মীরাবাঈ সম্বন্ধীয় অনেকগুলি পুঁথি আছে; সেগুলি হইতেও যথেষ্ট সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

পদসূচী

(প্রথম পংক্তির আদ্যক্ষর অনুসারে)

পদ		পৃষ্ঠা সংখ্যা
বরসে বদরিয়া সাবনকী	...	৬২
মতবারো বাদল আয়ো রে	...	৫৬
ম্হাঁনে চাকর রাখো জী	...	৮২
ম্হাঁরে ঘর আজ্যো প্রীতম প্যারা	...	৩২
ম্হাঁরো জনম মরণকো সাথী	...	৭৬
মাঈ ম্হাঁরী হরী ন বূঝী বাত	...	২৪
মীরাকে প্রভু সাঁচী দাসী বনাও	...	২
মেরে তো গিরধর গোপাল	...	৭৮
মেরে প্রীতম প্যারে রামনে	...	৪৪
মেহা বরসিবো করে রে	...	৬৬
মৈঁ গিরধরকে ঘর জাউঁ	...	৮৮
মৈঁ জাণ্যো নহীঁ ...	...	২০
মৈঁ বিরহিন বৈঠি জাগূঁ	...	৪০
মৈঁ তো ম্হাঁরা রমৈয়ানে	...	৮০
রমৈয়া বিন নীঁদ ন আবে	...	১৮
রমৈয়া মৈঁ তো থাঁরে রংগ রাতী	...	৯৪
রাম রতন ধন পায়ো মৈয়া	...	৭০
সখী মেরী নীঁদ নসানী হো	...	৫০
সখী রী মৈঁ তো গিরধরকে রংগ রাতী		৯৮
সাজন ঘর আবো মীঠাবোলা	...	১৪
সাজন সুধ জ্যোঁ জানে	...	১০০
সুনী মৈঁ হরি আবনকী আবাজ	...	৬০
হরিগুণ গাবত নাংচুগী	...	৭২
হে রী মৈঁ তো প্রেম দিবানী	...	৩০
হে রী ম্হাঁসূঁ হরি বিন রহ্যো ন জায়		৪
হো জী মহারাজ ছোড় মত জ্যাজো		৯২
হোলী পিয়া বিন মোহিঁ ন ভাবে	...	৫২